

জয়-পরাজয়

সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

১৩২৫

শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

জয়-পরাজয়

—০:*:০—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা—সরলের বাসা

রমা ও যোগমায়া

রমা। সেই সকালে না খেয়ে বেরিয়েছেন, এখনও ফির্‌ছেন, না কেন?

যোগ। যদি বিলেত আপীলের কোন মন্দ খবর এসে থাকে, তা হ'লে ত পথের ভিখিরী হ'তে হবে। না জানি জগদম্বার মনে কি আছে! যাই, আমি ঠাকুর ঘরে যাই।

(প্রস্থান)

(শম্ভুর প্রবেশ)

শ। শঙ্কর কি এখানে এসেছিল?

র। কই না।

শ। দেখি সে কোথায় গেল।

(শম্ভুর প্রস্থান)

(শঙ্করের প্রবেশ)

শং। মা, ঠাকু'মা ঠাকুর ঘরে গিয়ে দোর দিলেন ; আমি এত ডাকাডাকি করলেম, খুলে দিলেন না।

র। বাবা, তোমার শম্ভুদা তোমায় খুঁজছে, তার কাছে যাও।

(শঙ্করের প্রস্থান)

(সরলের প্রবেশ)

র। এই যে! কি খবর?

স। খাসা খবর! রমা, উলু দাও, শাঁখ বাজাও, পাড়াশুদ্ধ লোককে উদ্ব্যস্ত করে' তোল। তোমার হাত-খরচা থেকে যদি কিছু জমে' থাকে, তা দিয়ে পাঁঠার ঝোল আর পোলোয়া কর।

র। ঠাকুর বুঝি এতদিনে মুখ তুলে' চাইলেন! আমরা তবে মামলা জিতেছি? মাকে খবর দিয়ে আসি।

(গমনোদ্যত)

স। দাঁড়াও রমা! ঠাকুর সত্যই মুখ তুলে' চেয়েছেন! মামলা হেরেছি, বিষয় খুইয়েছি, সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি! বেশ হয়েছে! —খাসা হয়েছে! কর্ম্মচারীদের চুরি বন্ধ হ'ল, প্রজার হাড় জুড়োল, গাঁ ঠাণ্ডা হ'ল!

র। অ্যাঁ, বল কি! সর্ব্বনাশ!

স। পৌষমাস!—পৌষমাস! এটর্ণী কৌন্সিলী—শকুনি-গৃধিনীর দল আমায় পেয়ে বসেছিলেন! বিপন্নের ওপর মেহেরবানি

করে' যত সব ছিনে-জেঁাক কল্‌জের রক্ত শোষ্‌বার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্‌ছিলেন! ভারী ফাঁকি দেওয়া গেছে! চোরের ওপর বাটপাড়ি করা গেছে! পাশ কাটিয়ে সটান ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছি!

র। তাই গো, তাই; মামলা গেছে, না আপদ চুকেছে! মামলা মামলা করে' কেবল প্রাণ দিতে বাকী! দেখ্ দেখি চেহারার হাল!

স। চেহারা?—তার অনেক কাল খোঁজ রাখি নে। মনুষ্যত্বে পর্য্যন্ত মর্‌চে ধরে' উঠেছে! খুন চড়ে' গেছ্‌ল,—লাগাও কৌন্সিলী, ছাড়ো টাকা, চালাও মামলা! লালকুঠিতে আমার অংশে বছর চল্লিশ হাজার টাকা আয়। আমার সেই যথা-সর্ব্বস্ব যা-ই হুস্ করে' বেরিয়ে গেল, অমনি এ নেশাখোরের হুঁস হ'ল! সব ফক্কিকার! ধোঁকার টাটি, রমা, ধোঁকার টাটি!

র। শেষে বিলেত আপীলে মামলাটা গেল!

স। সে অনেক কথা। লালকুঠি এজমালী টাকায় কেবল জ্যেঠামশায়ের নামে খরিদ ছিল। এজমালীতে খরিদ প্রিভি-কৌন্সিলে টিঁক্‌ল না।—বাবা চক্ষুলজ্জায় বিষয়ের গোল মিটিয়ে যেতে পার্‌লেন না। একদিন সদাশিবের মত জ্যেঠামশায়ের কাল হ'ল!—ভাইও দাদার শোকে চলে' গেলেন! জ্যেঠামশায়ের উপযুক্ত বংশধর বিনোদবাবু লাঠির জোরে ষোল আনা বিষয়ের জবরদস্ত মালিক হ'য়ে বস্‌লেন!

র। কিছুদিন বিশ্রাম নাও, নইলে শরীর আর বইবে না।

স। গরীবের আবার বিশ্রাম! 'অন্নচিন্তা চমৎকারা!' সে যক্ষারোগে যখন ধরেছে, হাড়ে মাসে লাগ্‌বে, তবে ত! থাক্‌বার মধ্যে রইল পৈতৃক বাস্তুখানা, আর মায়ের নামের বার্ষিক এক হাজার টাকা আয়ের তালুক। মামলা চালাতে গিয়ে যাঁর কাছে ধার নিয়েছিলেম, তিনি আদত মহাজন। তাই বাকী বন্ধকী বিষয়টুকু অনুগ্রহ করে' foreclose করিয়ে আমায় অব্যাহতি দিয়েছেন!

র। কেউ পাঁঠা পোলোয়া খায়, কারো না হয় শাক ভাতেই পেট ভরে!—তাঁর রাজ্যে কেউ উপোস্‌ করে না।

স। মিথ্যে কথা! হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ লোক উপোস কর্‌ছে। যাঁরা আমাদের সমাজের মাথা, পালকের গদীতে শুয়ে ঘুমের ঘোরে বল্‌ছেন—'চুপ্‌ রাও, দিক্‌ মৎ করো!'

র। আজ ক'মাস কি খাটুনীটাই যাচ্ছে! সংসার, সংসার! —বলি, তুমি বাঁচ্‌লে ত সব?

স। যেমন হাভাতে দেশে জন্মেছি, রমা, এ তারই শাস্তি। এ রাক্ষসী শতাব্দীতে, এ পাষাণ যুগে মায়া-দয়া, দেব-ধর্ম্ম, সব টাকার তোড়াতে চাপা পড়েছে! পিতার স্নেহ, পুত্রের ভক্তি, বন্ধুর ভালবাসা—সবই এক সিন্দুক নিয়ে! ভরা থাক্‌লে ভরপূর, খালি হ'লে অশ্বডিম্ব।

র। এ পাষাণ যুগেও মা পাষাণী হন নি, নারী সতীত্ব ভোলে নি, শিশু সারল্য হারায় নি। এখনও পরের দুঃখে পরে কাঁদে, এখনও দেব-মন্দিরগুলোতে মহাজনের গদী বসে নি!

স। হ'ল বলে'! শোথো রোগীর স্ফীতি—ভেতর ফাঁপা—ঝাঁঝ্‌রা! সুদর্শন চক্রের ঘূর্ণিতে পড়ে' ভরদুনিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে!

(যোগমায়ার প্রবেশ)

যো। সরল, মা যাকে বেশী কাঁদান, তাকেই বেশী হাসান। দুঃখ দেন মোক্ষ দিতে। আঘাত করেন বিবেকের তন্দ্রা ভাঙ্গ্‌তে।

স। সে মা'র কথা হচ্ছে না; মা-বসুন্ধরার কথা হচ্ছে মা! মায়ের সাম্‌নে মাতৃনিন্দা কর্‌লে অতটা পাপ না-ও হ'তে পারে। বলি কি, সে বেটী ত একলার মা নয়,—দশের জননী। সেই মা-জননী কি কর্‌ছেন? না, যাঁরা সাধু সজ্জন, তাঁদের পাতালে ঠেলে দিয়ে যত ভণ্ড পাষণ্ডকে আগ লে রয়েছেন।

যো। ওরে, শুনিস্‌ নি?—'কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখনো নয়।'

স। তুমিও যেমন! এ দরদ সে জন্য নয়,—এ পয়সার খাতির!—কাঞ্চনের কদর! যাক্‌,—তুমিই আমার সাক্ষাৎ ভগবতী। এই হেঁট মাথায় তোমার পায়ের ধূলো দিও, তা হ'লে সরল মিত্তির এ সংসারে কারও তোয়াক্কা রাখ্‌বে না।

(প্রস্থান)

যো। দেখ্‌লে বৌ,কি বড়াইটা করে' গেল! ঠিক তাঁর মত।

(সরলের পুনঃপ্রবেশ)

স। একটা কথা ভুলে' গেছ্‌লুম,—আজই দেশে ফির্‌তে হবে। (ঘড়ি খুঁজিতে পকেটে হাত দিয়া) ও ল্যাঠাও চুকেছে!

যো। তোর ঘড়ি চেন কি হ'ল ?

স। মাম্‌লায় যায় নি,—অর্থাৎ সমাজের সেরা কাজে লাগে নি ;—অনাথাশ্রমে প্রণামী দিয়ে এসেছি।

র। তাই ভাল! আজই দেশে ফেরা যাক্‌, শঙ্করের ইস্কুল কামাই হচ্ছে।

স। আমারও ত্রাহি! ত্রাহি! কল্‌কাতা, কল্‌কাতা!—এবার বেশ করে' দেখা গেল!—এ যাদুঘর!—চিড়িয়াখানা!—পল্লী-মাতাও দেখাদেখি হ'য়ে উঠ্‌ছেন! তবু তাঁর স্নেহ-মায়া ইট্‌-পাট্‌কেল মোটর-ঘুড়ীতে এমনধারা চাপা পড়ে নি! যাক্‌, লটবহর সব গোছাও গে।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিনোদের গৃহ

(সৌদামিনী ও বিনোদ)

বি। কি মাম্‌লাটাই জেতা গেছে!

সৌ। এ জয়-পরাজয় কি যেমন তেমন ? তোমার ডবল হ'ল, আর সরিক পথে দাঁড়া'ল!

বি। তোমার বিষয়-বুদ্ধি ত দিব্যি টন্‌টনে!

সৌ। এ ঘরে যখন পড়েছি, আগে থেকে তৈয়েরী না হ'লে চল্‌বে কেন? বড়মানুষ যে অল্‌পেয়ে জাত! সরল মিত্তিরের বৌয়ের কি দেমাকই ছিল্! পূজোয় নেমন্তন্ন খেতে এলেন,—যেন বাদশার বেগম! এমন একছড়া নেক্‌লেস্ ঝুলিয়ে এসেছিল, যে আমার পা থেকে মাথা অবধি এক-মুটের-বোঝা গহনা মুখ চূণ করে' রইল!

বি। তবে ত ভারী টেক্কা দিয়ে গেছে!

সৌ। জাঁক কত! আমার অম্বলের ব্যথা শুনে নেত্যরম্মা কত 'আহা উহু' কর্‌তে লাগ্‌ল, তীর্থপিসি ত ঝর্ ঝর্ করে' চোখের জলই ছেড়ে দিলে;—আর ও দিব্যি পান চিবুতে লাগ্‌ল! একবার মাত্র বল্‌লে,—কোন ভাল জায়গায় জল-হাওয়া বদ্‌লে এলেই সার্‌বে। অত বড় একটা ব্যামোর জন্য শুধু ওই! একটা 'আহা' নয়! একটা 'উহু' নয়—!

বি। কিন্তু এখন?—তুমি তেতলায়, আর সে গাছতলায়!

সৌ। সু-খবর পেয়ে অবধি মাগীকে স্বপ্নে দেখি; পরণে ময়লা মোটা শাড়ী, হাতে দু'গাছি শাঁখা মাত্র। থেটে থেটে হাতে কড়া পড়েছে! চুল রুক্ষ, মুখ শুষ্ক, চোখ বসে' গেছে! একবার দেখা হ'লে হয়,—বল্‌ব, 'কেমন জব্দ?' ওই তোমার মা আস্‌ছেন! বেশ মা-টি কিন্তু! থাক্ আমোদ আহ্লাদ,—চব্বিশ ঘণ্টা হাঁড়ির মত মুখ করে' আছেন, যেন বাড়ীতে মড়া মরেছে! যাই, ওঁর সঙ্গে আমার বনেই না। বন্‌বে কি করে'? উনি গরীবের ঝি, আমি বড় বাপের বেটী! (প্রস্থান)

(অপরদিক দিয়া অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অ। বিনো, মামলা জিতে ভারী ফূর্ত্তি—না ? যত হাসি, তত কান্না ! নদীর ভাঙ্গন ! চিরদিন কারো সমান যায় না। কিন্তু কি বিশ্বাসঘাতী তুই ! জাজ্বল্যমান পরের বিষয় ঠকিয়ে নিলি ! কর্ত্তার নাম হাসালি ! কত বুঝালেম, মান্‌লি নে ! একদিন মান্‌বি, যখন্ ওপর থেকে দেবরাজ তাঁর বজ্র ছাড়্‌বেন, তখন তোর প্যাঁলা ফ্যালা কোথায় থাকে দেখ্‌ব !

বি। মা, তোমার ধর্ম্মের লেক্‌চার শুনে শুনে ঘেন্না ধরে' গেছে ! 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে' পেল্লাদের মত আল্লাদে' কান্না আমাদের আসে না। 'বোধোদয়ে' পড়েছিলেম,—'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।'—ওই পর্য্যন্তই। তার সঙ্গে আর কোন লেন্ দেন্ নাই, বরং নিতাই পালের সঙ্গে ঢের বেশী মাথামাখি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকবার সে আমার সদর খাজনাটি ধারে চালিয়ে দেয়।

অ। বলিস্‌ কি হতভাগা ! দেবতার ভয় একেবারে পুড়িয়ে খেয়েছিস্ !

বি। এ যুগে ভগবানের চেয়ে মহাজনের ভয় বেশী। ভগবানের আসন খাম্‌খাই টলে, মহাজনের গদী দেহটা শুদ্ধ বিকিয়ে এলেও টলে না !

অ। বক্‌ছিস্ কি মাথামুণ্ডু !

বি। আর তুমি এ কাজটা কর্‌ছ কি ? কোথায় আমোদ করে' বাড়ী মাথায় কর্‌বে, না গঙ্গাযাত্রার মন্তর আওড়া'তে এলে !

অ। ওরে, এ কি জিত ?—এ যে নিজের আধখানা কেটে নিজের গায়ে যোড়া দেওয়া ! কর্ত্তাদের প্রেতাত্মা স্বর্গ থেকে টেনে এনে স্বার্থের হাটে অপমান করা ! তোর দেখ্‌ছি খুন চড়েছে ! ভা'য়ের বুক বিদ্ধ করে' এই যে কতগুলো বন্দুক দাগ্‌লি,—পাড়া-শুদ্ধ লোককে জানালি—তুই তার সর্ব্বস্ব নিয়ে বড় হয়েছিস্, এটা কি মিত্তির বংশের ছেলের কাজ হ'ল রে বিনো ?

বি। তা হ'লে তুমি সরল মিত্তিরেরই মা ?

অ। কেন রে, 'দাদা' মুখে আসে না ?

বি। বল কি মা ! ভিখিরীকে দাদা বল্‌ব !

অ। বিনো, লক্ষ্মী বাবা আমার, যার বিষয় তাকে ফিরিয়ে দিয়ে ধর্ম্মের কাছে সাফ্‌ হ'য়ে থাক্—তোর একগুণের তা হাজার-গুণ হবে।

বি। বেশ বুদ্ধি দিতে এসেছ ! আস্তে আস্তে বাবা যা করে' গেছেন, তা একে ওকে বিলিয়ে লেঠা চুকিয়ে দিই, তা হ'লেই একগুণের তা হাজারগুণ হবে !

অ। দেখ্‌, সে স্বর্গীয় দেবের পবিত্র নাম এখানে নিস্ নে ! সে রামের মত দাদা লক্ষ্মণের মত ভাইকে ঠকিয়ে বিষয় রেখে যান নি। আজ তিনি ওখানে বসে' তোর জোচ্চুরি দেখে তোকে অভিশাপ দিচ্ছেন।

বি। কি বল্‌ব !তুমি মা।—

অ। আমি বাংলা দেশের বিধবা মা ;—থাক্‌বার মধ্যে আছে চোখ্‌ভরা জল, আর বুকভরা দীর্ঘশ্বাস !—তার ধারও নেই, ধকও

নেই। তবু আমি তোর মা। তোর মতও আমার কেউ নেই, আমার মতও তোর কেউ নেই। তুই নিশ্চয় জানিস্, পরের মাথায় বাড়ি দিয়ে এই যে বৃদ্ধি, তা তোর ভোগে আস্‌বে না।

বি। দেখ, অলক্ষণে' কথা মুখে এনো না। যাও বল্‌ছি।

অ। কিন্তু মনে রাখিস্,—অন্নপূর্ণা যতদিন বেঁচে আছে, শঙ্কর ভেসে যাবে না। আমার সোণার নীরোর শঙ্কর-দা, এক রক্ত, তার খেলার সাথী, সহপাঠী! তাকে কেউ পথে দাঁড় করা'তে পারবে না।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

সরলের বহির্ব্বাটী

(সরল ও শম্ভু)

স। শম্ভু, তোমায় একটা কথা বল্‌ব,—সাফ্ সত্যি কথা। মুখে আসে, আবার ফিরে যায়। আজ চোখটা রগ্‌ড়ে নিয়েছি; বুকটা ঠুকে এসেছি। বলি, এ ভাবে আর কাঁহাতক চলে বাপু? আমাদের জন্য দেহপাত কর্‌ছ,—মাইনে চুলোয় যাক্, আজ এ বাড়ীতে তোমার একমুঠো ভাতও নেই!

শ। তা'তে কি হয়েছে!

স। বেশী কিছু না। তোমায় ছাড়িয়ে দিতে চাই।

শ। বাবু, তুমি আমায় ছাড়াবার কে ? আমি কি এ বাড়ীতে মাইনে গুন্‌তে এসেছি, না অন্ন ধ্বংস কর্‌তে এসেছি ? (উৰ্দ্ধে দেখাইয়া) আমার মুনিব ওখান থেকে এসে দিনের মধ্যে সাতবার আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে' বলে' যাচ্ছেন,—খবরদার, শম্ভু, এদের ছাড়িস্ নে ! আমি পচে' গলে' মর্‌ব, তবু এখান থেকে এক পা নড়্‌ছি নে। দাদা, দাদা, দেখ্ এসে তোর বাবা আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে।

(শঙ্করের প্রবেশ)

শং। কি হয়েছে শম্ভুদা ? তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ?

শ। তোর বাবা আমায় বিনি দোষে জবাব দিচ্ছে।

শং। বাবা, তুমি ভারী দুষ্টু ; তোমার সঙ্গে জন্মের আড়ি। শম্ভুদা, নীরো খালি খালি আমায় বলে,—তোরা ফতুর, দেউলে ! আমার বাবা তোদের সব কেড়ে নিয়েছে !

স। নীরো ঠিক কথাই বলেছে।

শ। সে এঁচোড়ে পাকা ছেলেটার গাল চড়িয়ে ভেঙ্গে দিতে হয়।

স। ছি শম্ভু, সৰ্ব্বস্বান্ত হয়েছি বলে' কি মনটাও ভিক্ষের ঝুলি নিয়েছে, যে ছেলে-মানুষের কথায় অভিমান কর্‌তে হবে ?

শ। কিন্তু না ঠেঙ্গা'লে ছেলে মানুষ হয় না,—বিশেষ, আল্লাদে' ছেলে।

শং। না বাবা, আমি নীরোর কাছে হার্‌তে পার্‌ব না।

বরাবর ফার্ষ্ট হ'য়ে এসেছি,—ফুট্‌বলে, ক্রিকেটে চিরকাল নীরোর ওপরে আছি; আমি ওর কাছে হা'র মান্‌তে পার্‌ব না।

শ। তুই হার্‌তে যাবি কেন? তোর জয় হোক্‌, তোর শত্রুর মুখে ছাই পড়ুক্‌। এখন চল্‌, ইস্কুলের বেলা হচ্ছে।

(শঙ্করকে লইয়া শম্ভুর প্রস্থান)

(গাহিতে গাহিতে মহীন্দ্রের প্রবেশ)

ওরে ভাই, শ্মশান-ঘাটে ভাঙ্গা হাটে
আর কি জমে ভরা মেলা!
আজ হরিৎ রাজ্যপাটে মাঠে মাঠে
সোণার স্থলে শুক্‌নো ঢেলা।
কৈ গোয়াল গোধন পূর্ণ, গোলা শূন্য,
ভাত জোটে না দুটী বেলা।
নদী সব যাচ্ছে মরে', 'হা জল' করে'
হুতাশ!—কি আকালের ঠেলা,
ভিটের পর ভিটে উজাড়, পল্লী সাবাড়,
মড়ক চিন্‌লে এ কাল বেলা।
কাল্‌কে যে কোলে লক্ষ্মীর, আজ সে ফকির,
এই ত ভাগ্যের জুয়া-খেলা;
আঁক্‌ড়ে এই কাঙ্গাল মাটী থাক্‌ রে খাঁটী,
হ'স্‌ নে তবু মেকীর চেলা।

স। বাঃ মহীন্ দা, বাঃ! প্রাণের কথা বলেছ। কালের এম্‌নি বিচিত্র গতি, যে প্রকৃতি ঠাক্‌রুণ পর্য্যন্ত তাঁর ভুবনভুলানো সাবেক রূপটা হারিয়ে ফেলেছেন! এখন শীতে পাখা চলে, গ্রীষ্মে ঘোলের সরবৎ ছেড়ে গরম গরম চা! এখন দুরন্ত বসন্ত বিরহিণীদের প্রেমপত্রিকার স্কন্ধ ত্যাগ করে' হেল্‌থ অফিসারের রিপোর্টের রন্ধ্রগত হয়েছে! মায়ের ছেলে এখন আয়ার হাতে মানুষ! শিশু এখন দিশী গো-মাতাকে ছেড়ে বিদেশী 'ফুড্‌'-বিমাতার ভক্ত হ'য়ে পড়েছে! অথচ আমাদের নাকীকান্নাটুকু আছে,—হা অন্ন! হা অন্ন!

ম। "কড়ি ফট্‌কা চিড়ে দই, কড়ি বিনে বন্ধু কৈ?
কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।"

স। ঠিক, ঠিক! কিন্তু অনেক বিলম্বে যে শিক্ষাটা হ'ল দাদা!

ম। কুছ্ পরোয়া নেই। Political Economy যখনই প্রাণের মধ্যে পাবে, ফল হাতে হাতে।

স। এ ফল সেকালে ছিল মাকাল, একালে হয়েছে মোক্ষ। Leagueই কর আর lectureই দাও, গরীব plus গরীব, বড়-লোক into বড় লোক। মুদ্রা-রাক্ষস এমনই করে' পৃথিবীকে গ্রাস করে' বসেছে!

মা। স্বয়ং ওপরের মালিকও যে Originality দেখা'তে ব্যস্ত দাদা! তাই নিত্য নূতন চালে সংসার চলেছে।

স। মহীন্ দা, এ চালে যে দুনিয়া বান্চাল! আজ উচ্চাশা উঁচু নজর, হাঁপানি রোগীর মত কাহিল। জীবনযাত্রা কুইনাই-নের চেয়েও তেতো।

ম। তা হোক্। 'জীবন-সংগ্রাম' বলে' যে একটা নূতন কথার আমদানী হয়েছে, তা চল্‌তে দে না ভাই! যে নাচাচ্ছে, সেই তাল সাম্‌লাবে; নইলে, তারই কারিকরী গোল্লায় যাবে,—তোর আমার কি দায়!

স। তোমার আশায় cold water throw কর্‌তে চাই না। কিন্তু এই ভীমরতি-ধরা সমাজটাকে চুলের মুঠি ধরে' নাড়া দিয়ে দেয়, এমন কোন নিমাই কি বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ কি বিবেকানন্দ আবার আস্‌বে না কি? বুড়োর যে গঙ্গাযাত্রার আর দেরী নেই!

ম। ও সব ন্যায়ের কচ্‌কচি রাখ। একটু অন্যায় করা যাক্। কিছু এনেছি, মাকে প্রণামী দিয়ে আসি গে।

স। এ সব কি মহীন দা?

ম। কিছু না। আমায় পাথেয় সংগ্রহ কর্ত্তে হবে সরল, পাথেয় সংগ্রহ কর্‌তে হবে।

(প্রস্থান)

(পরাণের প্রবেশ)

প। ওই তারা এল—ওই এল? বড় বাবু, আমায় রক্ষে কর, রক্ষে কর।

সরল। কে তুমি? কি হয়েছে?

প। বিনোদ বাবু আমায় কয়েদ করে' রেখেছিল,—

পালিয়ে এসেছি। ছাখ, কি মার্ মেরেছে! (পৃষ্ঠ প্রদর্শন) এ ছ'দিন পেটে জলফোঁটাও যায় নি!

(লাঠিয়ালগণ সহ প্যালারামের প্রবেশ)

প্যা। ব্যাটাকে ধরে' নিয়ে চল্।

(লাঠিয়ালগণের ধরিতে অগ্রসর হওয়া)

স। (বাধা দিয়া) থাম্, ও কি করেছে?

প্যা। ওর কাছে বিনোদবাবুর ঢের খাজনা বাকী।

স। কত টাকা বাকী হ'বে?

প্যা। এক শ টাকা; শ্রীবিষ্ণু—দু'শ টাকা।

স। এই আংটীর দামে তা কুলোবে ত?

প্যা। ও বাবা! এ যে হীরের আংটী। ওই টুকুই হচ্ছে ওর মজা।

স। এটা নাও, একে রেহাই দাও।

প্যা। বিনোদ বাবুর হুকুম অমান্য করেছে, সে জন্যে এর ওপরে জরিমানা দিতে হবে! ধর্, ওকে নিয়ে চল্।

(লাঠিয়ালগণের অগ্রসর)

স। খবরদার! তোরা এতগুলো, আর আমি একা। দেখি কার সাধ্য ওকে নিয়ে যায়! ভাল চাস্ ত মানে মানে সব চলে' যা। সরল মিত্তির এখনও পঙ্গু হয় নি। তার দেহটা যত দিন খাড়া আছে, সে মরিয়া হ'য়ে দুর্ব্বলকে বুক দিয়ে আগ্‌লে রাখ্‌বে।

(প্যালা ও লাঠিয়ালগণের প্রস্থান)

প। বড়বাবু, তুমি দেবতা! চল্লেম। আমার মাথায় তোমার পা তুলে দাও,—রিষ্টি কেটে যাক্!

স। ও কি কর্‌ছো? আর এখনই কোথা যাবে? এস, আমার এখানে দু'টো মুখে দিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে বাড়ী যেও।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

অপূর্ব্বর বসিবার ঘর

(অপূর্ব্ব ও বালা)

বা। (অপূর্ব্বর মদ্যপানে বাধা দিয়া) গেলাস রাখ বল্‌ছি।

অ। তুমি কি নিষ্ঠুর! আমায় ভুল্‌তে দাও,—ডুব্‌তে দাও। সামান্য খাব।

বা। তুমি খেতে পাবে না।

অ। কি কর্‌বে? খাবই ত।

বা। দেখি কেমন করে' খাও! আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সুখদুঃখের সাথী, তোমার শুভাশুভের ফলভোগী। দেখ্‌ব, কে বড়;—সুরা, না সহধর্ম্মিণী!

অ। এই দেখ। (মদ্যপানে উদ্যত) এ কি! হাত অবশ হ'য়ে আস্‌ছে, বুকের পশুবল মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌ছে! কেন তুমি এমন কঠিন, বালা!

বা। আমি যে তোমার স্ত্রী।

অ! তুমি সেই স্ত্রী,—যে শুধু দেহের সেবিকা নয়, আত্মার শুশ্রূষাকারিণী; বিলাসের ক্রীড়নক নয়, উচ্চাশার সহায়। তুমি সেই স্ত্রী,—যে প্রমোদে রঙ্গিণী, কর্ত্তব্যে পাষাণী। বালা, আমি কি মানুষ?

বা। তোমার মত মানুষ ক'জন?

অ। আমি জানি, তুমি ঠাট্টা কর্‌ছ না; কিন্তু আমার পক্ষে আজ এটা প্রকাণ্ড পরিহাস। মদে কি মনুষ্যত্ব থাকে? আমার আছে কি বালা!—ঘরে খাবার নেই, বাইরে মুখ নেই, দেহে স্বাস্থ্য নেই, মনে শান্তি নেই। আমি কি উপলক্ষ্য করে' ভাল হব? কোন্ আশায় মদ ছাড়্‌ব?

বা। শুধু ভাল হবার জন্য।

অ। এমন কঠিন সত্য আমায় ত কেউ বলে নি! কিন্তু এ যে জীবনভরা ভুল!

বা। কি হয়েছে? দুটো চার্‌টে পতনে কি একটা জীবন মাটী হ'তে পারে?

অ। সত্য করে' বল, আমার মত লোকেরও নিস্তার আছে?

বা। সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আছে।

অ। বালা, অপূর্ব্ব যদি কোনদিন মানুষ হয়, সে তোমারই জন্যে, তোমারই পুণ্যে। তোমার একটি গান শুন্‌লে আমি এক হপ্তা ভাল থাকি। একটা গাও না!

বা। গলায় মর্‌চে ধরেছে। সুরের নাড়ীর রসটুকু পাক পেয়ে গেছে।

অ। বালা, আমিই তার কারণ। তবু সংসারে পাপিষ্ঠ স্বামীকে কি সাধ্বী স্ত্রী গান গেয়ে শোনায় না?

বা। ওকি কথা! আমি গাচ্ছি—

(গান)

যাহার লাগিয়া জনম গোঁয়ানু
সে ত না চাহিল ফিরে।
বৃথা কার পায় ডালি দিনু হায়
মরমখানি চিরে!
আমি পাগলিনী কেন গান গাহি,
কেন আপনারে বিলাইতে চাহি,
সে যদি না বোঝে পরাণ কি খোজে,
কেন মিছে ভাসি আঁখিনীরে!

বিনোদ। (অন্তরাল হইতে) Encore! Encore!

প্যালা। (অন্তরাল হইতে) তোফা! তোফা!

বা। ছিঃ! এই রকম তোমার সব বন্ধু?

অ। বালা, তোমার গান শুন্‌লে হাত থেকে মদের পেয়ালা পড়ে' যায়, এক গেলাসের ইয়ারদের অত্যন্ত ছোট মনে হয়।

বি। (অন্তরাল হইতে) কি রে অপা! রসভঙ্গ কর্‌লেম? অভিশাপ দিস্‌ নে। বলিস্‌ ত মানে মানে সরে' পড়ি।

অ। একটু দাঁড়া ভাই। বালা, তুমি ভেতরে যাও।

বা। ওদের যেতে বল।

অ। সে কি কথা! ভদ্রলোক বাড়ীতে এসেছে—

বা। ভারী ভদ্দর! নিজে উচ্ছন্ন যাচ্ছেন, পরকেও সাথী করা চাই!

অ। বিনোদ বড়লোক, বাড়ীর দোরে দাঁড়িয়ে।

বা। পরাণ বাগ্দীও ওর চেয়ে বড় লোক।

বি। (নেপথ্যে) কি রে অপা, কথা ফুরোয় না যে!

অ। যাও লক্ষ্মীটি, আমি দুটো কথা ক'য়েই ওদের বিদেয় কর্‌ব।

বা। দেখো, বেশীক্ষণ যেন হয় না।

অ। না গো না, ভয় নেই।　　(বালার প্রস্থান)

এস ভাই বিনোদ।

(বিনোদ ও প্যালারামের প্রবেশ)

এই যে খান্‌খানান্ বাহাদুরও! আইয়ে, বন্দেগী।

প্যা। বন্দেগী বাবুসাহেব।

বি। তোদের এতক্ষণে শেষ হ'ল বুঝি? না, গানেই তর্ হ'য়ে ছিলি? তোর মাগ্ কি তোফা গায়!

প্যা। (সুরে) আহা, কেবা শুনাইল এই গান!

কাণের ভিতর দিয়া　　এইখানে পশিল গো,

এখনও খাইছে খাবি প্রাণ!

ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা!

বি। একেবারে দাসখৎ দিয়ে বসেছ, ছোক্‌রা !

অ। সকলের কথাই জানা আছে দাদা।

বি। এদিকে যে ভাই তোর ঘর আলো করে' হুইস্কী সুন্দরী সহচরী পেয়ালার সঙ্গে বিরহ-দশায় পড়ে' !

প্যা। উহুঁ।

বিরাগ বাদর মুহু মুহু গর্জ্জে !
বিরহিণী কাতর, বোতলে ফাঁপর,
বধ লাগে যে তাহারে বর্জ্জে।

অ। তোমরা খাও, আমি দেখি।

বি। অপা, দেশ দেখা আর মদ চাখা,—একলা কি দোকলায় জমে না ; তিন-ইয়ারী ত্রেস্পর্শ না হ'লে মস্‌গুল হয় না।

অ। মাফ্‌ কর ভাই ; স্ত্রীর কাছে দিব্বি করেছি, ও জিনিষটি আর ছোঁব না।

বি। বলিস্‌ কিরে ! Puritanic মাগের পাল্লায় পড়ে' একেবারে বিধবা সাজ্‌লি অপা !

প্যা। "ভারত শ্মশান মাঝে কে তুমি বিধবা বালা !"

অ। যা-ই বল, আমাকে তোমাদের দল থেকে বাদ দিতে হচ্ছে।

বি। তুই না খা'স্‌, তু'তুটো ভদ্রলোক বাড়ীতে, তাদের পেয়ালা ভরে' দিয়ে খাতির কর্‌। (অপূর্ব্ব পেয়ালা পূর্ণ করিয়া দিল) (পান করিয়া) তবে এস খান্‌খানান্‌ বাহাদুর, আমরাই গৃহস্বামীর স্বাস্থ্য পান করি। (মদ্যপান)

প্যা। দেখুন অপূর্ব্ব বাবু, এই আপনার স্বাস্থ্য খাচ্ছি। আর সঙ্গে সঙ্গে সরল বাবুর পরমায়ু ভক্ষণ কর্‌ছি। ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা! (মদ্যপান)

অ। সে আবার কি?

বি। কি বল্‌ব ভাই! আমার ভিটেবাড়ীর প্রজা পরাণ তার কাছে আমি খাজনা আদায় কর্‌ব, তাতে সরল মিত্তির এসে বাধা দেয়? যাক্‌—ও সব ছেড়ে দাও; আমোদ কর্‌তে আসা গেছে, আমোদ করা যাক্। তোফা চিজ্ অপা! এরকমটি মেলা ভার।

প্যা। হুইস্কী, বিদেশী বঁধু!
সবে তুয়া বশ! পরকীয়া রস
সকল রসের মধু!

মদ্যে, পদ্যে, খাদ্যে বিদেশী বর্জ্জন য করোতি, স দুর্জ্জনঃ।

(মিনির প্রবেশ)

মি। বাবা, মার অসুখ করেছে, তোমায় এখনই একবার ডেকেছে।

অ। অপা, যাস্ নে বল্‌ছি, খবরদার! এ অসুখ শুধু আমাদের সুখ মাটী কর্‌তে।

বি। যাও খুকুমণি, তোমার বাবা ভদ্রলোক ফেলে যাবে কি করে'?

প্যা। একটি নয়,—একটি যোড়া। বুঝ্‌লে খুকী?

(মিনির প্রস্থান)

বি। ভাই, আমার মরা মুখ দেখ্‌বি, যদি একটুখানি না ঠোঁটে ছোঁয়াস্‌।

অ। মাফ্‌ কর ভাই।

বি। আচ্ছা, একটু গন্ধ নে। (অপূর্ব্বকে পাত্র দিল)

প্যা। ভো ভো অপূর্ব্ব বাবু, অতিশয় কিঞ্চিৎ! ঘ্রাণে অর্দ্ধপান হবে না। মা ভৈঃ, মা ভৈঃ!

অ। তা বরং। (গন্ধ লইয়া) খাসা খোস বোঁটি!

বি। মিছে বল্‌ছি? এবার ছোট্ট একটি চুমুক।

প্যা। হাঁ, শুধু একটি!

অ। কিন্তু আর অনুরোধ কর্‌তে পার্‌বে না। (মদ্যপান)

বি। আর একবার।

প্যা। (সুরে)—সখা বারেক এ সুধা চাখো।

কুব্‌জার বঁধূ, শ্রীমতীর শুধু
একবার মান রাখো।

ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা।

অ। (পুনরায় মদ্যপান)

বি। অপা, কেমন ঠেক্‌ছে রে?

অ। Capital! Capital!

বি। আর বৈরিগী সাজ্‌বি?

অ। যে সাজে, সে শালা শুঁড়ির দোকানের মাছি।

প্যা। আরসুলার ন্যাজ, চাম্‌চিকের ঠ্যাং, টিক্‌টিকির আণ্ডা।

(মিনির পুনঃপ্রবেশ)

মি। বাবা, মা বলেছে, তোমায় এখ্‌খুনি যেতে হবে।

অ। তুই জ্বালাতন কর্‌লি দেখ্‌ছি !

মি। তুমি যাবে না ? যাই, মাকে বলি গে।

(প্রস্থান)

বি। ভাই, তোমার অন্দর নয় ত, যেন Criminal Court !

প্যা। অপূর্ব্ব বাবু, আপনি স্ত্রীর কাছে ঠিক যেন "অসহায় শিশু আমি।"

অ। অপূর্ব্ব বাবু কাবু হবার ছেলে নয়।

বি। বুঝি তুমি কেমন পুরুষ সিংহ, যদি তোমার Puritanic মাগ্‌কে দিয়ে আমাদের খালি-গেলাসগুলি ভর্ত্তি করা'তে পার !

অ। তা আর পারি না। আমি এইখানে ধড়াস্‌ করে' পড়ি, তোরা "অপূর্ব্ববাবুর কি হ'ল, কি হ'ল !' বলে' চেঁচাতে চেঁচাতে বাইরে যা।

(অপূর্ব্বর পতন ; বিনোদ ও প্যালারামের ঐরূপ চীৎকার করিতে করিতে বাহিরে গমন)

(মিনি ও বালার প্রবেশ)

বা। এ কি ! তুমি অমন কর্‌ছ কেন ? মিনি, মিনি, শীগ্‌গির পাখা নিয়ে আয়। (মিনির প্রস্থান)

(বালা আঁচল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল)

অ। ভয় নেই বালা,—আমি এখনই সেরে উঠি, যদি দয়া করে' আমাদের গেলাসগুলিতে মদ ঢেলে দাও।

বা। এই বুঝি তোমার অসুখ? কি আস্পর্দ্ধার কথা! আমায় দিয়ে মদ ঢালাবেন!

অ। (দাঁড়াইয়া) আমি তোমার স্বামী, তোমায় হুকুম করছি।

বা। (দাঁড়াইয়া) আমি সে হুকুম মানি না।

অ। এই না বলা হয়, "স্বামী প্রত্যক্ষ দেবতা?"

বা। স্বামীর চেয়েও বড় কেউ আছে।

অ। কে সে?

বা। সতীত্ব। (প্রস্থান)

(বিনোদ ও প্যালারামের পুনঃপ্রবেশ)

বি। কি রে অপা, ফেল্ মার্‌লি!

অ। একটা ধোঁকা লাগিয়ে গেল।

বি। ও তোমার দুর্ব্বলতা।

প্যা। উঁহু, সেই গানটা মনে পড়ে' গেল।

(গান)

পালিয়ে গেল একটা মাদী ঘোড়া,
তার সত্যি সত্যি ছিল চার্‌টে পা;
যখন ঝাঁ করে' সে খুরের কর্‌লে ব্যাভার,
তখন সকল বাবুর বেরিয়ে গেল হাঁ।

ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

শঙ্করের পড়িবার দ্বিতল-গৃহাঙ্গন

(রমা)

(শঙ্করের প্রবেশ)

শং। মা, নীরোকে নিয়ে বড় ঠাকু'মা আস্‌ছেন।

(অন্নপূর্ণা ও নীরদের প্রবেশ)

অ। এই যে আমার মা-লক্ষ্মী আলো করে' রয়েছেন! (রমা প্রণাম করিল) জন্মায়ুস্ত্রী হও। সরল কল্‌কেতা গেছে শুনে' খবর নিতে এলেম। সব ভাল ত?

র। আজ সকালে মা'র জ্বর এসেছে। এখনও দেখ্‌লেম, গা তেতে আগুন! সমস্ত দিন অজ্ঞানের মত পড়ে' আছেন,—জলটুকু পর্য্যন্ত পেটে যায় নি।

অ। আহা বেচারী! ভয় নেই, জ্বর ছেড়ে যাবে এখন। শঙ্কর, দাদা, এস ত; এই ধর, তোমার যা খুসী কিনে নিও।

র। ও দেবেন্ না মা, টাকা নিয়ে হারিয়ে ফেল্‌বে বৈ ত নয়!

অ। আমরা ঠাকু'মা নাতিতে যা খুসী করি না, তোমার কি বাপু?

(দশটা টাকা দিলেন)

র। গাধা ছেলে, ঠাকু'মাকে প্রণাম কর্‌লি নে?

(শঙ্করের প্রণাম)

৩

অন্ন। না দাদা, তোদের প্রণাম করতে নেই। শিশু ভগবান্। নীরো, তুই তোর শঙ্কর-দার সঙ্গে খেলা কর্, আমি তোর ছোট ঠাকু'মাকে দেখে আসি।

(অন্নপূর্ণা ও রমার প্রস্থান)

নী। ঠাকু'মা তোমায় ক'টাকা দিয়েছে ?

শং। দশ টাকা।

নী। তুমি এ টাকা দিয়ে কি করবে ?

শং। পাঁচ টাকা ভিখিরীদের দেবো ; থাকবে পাঁচ,—তা দিয়ে ফুট্‌বল আর যা হয় কিন্‌ব।

নী। তোমরা নিজেই ভিখিরী,—আবার ভিখিরীকে দেবে কি ?

শং। বেশ ভাই, আমরা না হয় গরীবই আছি ; তোমরা বড় মানুষ, তা হ'লেই হ'ল !

নী। আমি বলি,—একটা টাকা মাটীতে রেখে একবার তুমি, একবার আমি মারি। যে মারতে পারবে, সে সব টাকা তুলে' নেবে। কেমন,—রাজী ?

শং। বাবা বলেন, জুয়ো খেলতে নেই।

নী। তোর বাবা পয়সা পাবে কোথায় ? তাই সাধুগিরি ফলায় !

শং। আমায় যা খুসী বল, খবরদার ! বাবাকে কিছু বললে ভাল হবে না।

নী। কেন? মার্‌বি নাকি? ক্লাশে ফার্ষ্ট হ'য়ে বড্ড জেঁকো হ'য়ে পড়েছিস্, না?

শং। আমার জাঁক্‌ কিসে দেখ্‌লে ভাই?

নী। ক্লাশে তুমি কথাই কও না,—যেন কত বড় নবাব!

শং। তুমি অত গল্প কর বলে'ই ত একজামিনে ফেল্ হ'লে।

নী! কি! আমি মন্দ ছেলে? আর তুই ভাল ছেলে? তোর প্রাইজের বইগুলো যদি কুচি কুচি করে' না ছিঁড়ি—আমার নামই মিথ্যে।

শং। ঘাট হয়েছে ভাই, আমায় মাফ্‌ কর।

নী। তা হ'লে বল্, জুয়ো খেল্‌বি?

শং। কখ্‌খনও না।

নী। তবে দেখ্‌ মজা।

(সিঁড়ী দিয়া দোতলায় উঠিতে লাগিল)

শং। ভাল হবে না বলে' দিচ্ছি।

(নীরদ উঠিয়া গেল)

শং। দাঁড়াও, কাকাবাবুকে বলে' তোমায় যদি আজ মা'র না খাওয়াই—কি বলেছি!

(প্রস্থান)

(প্যালারাম ও স্বরূপের প্রবেশ)

প্যা। স্বরূপ, কেরোসিনের কেনেস্তারায় এই নীচের ঘরটা বোঝাই। ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা!

স্ব। দাদাঠাকুর, বড়বাবু সহজ ফন্দীবাজ? আধা দামে কিনে ডবল দামে ছাড়্‌বে।

প্যা। সস্তায় পস্তা! (চাবি দেখাইয়া) এর সাহায্যে ঘরে ঢুকে, বিনোদ বাবু যেমন যেমন বলেছেন, সব করেছি। ভেতর থেকে জানালা খুলে' ভেজিয়ে রেখেছি। তার ঠিক নীচেই দশ বারোটা কেনেস্তারার মুখ একদম খুলে' রেখে এসেছি।

স্ব। বাবুর জ্ঞাত-শত্তুর! এইবার হও না রাতারাতি বড় মানুষ!

(দেশালাইয়ে ন্যাকড়া জ্বালাইয়া ভিতরে নিক্ষেপ করিল)

প্যা। আগুন ঠিক পড়েছে রে! আয়, সরে' পড়ি।

লাভের আশায় এ তৈল রাখনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।

ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা!

(উভয়ের প্রস্থান)

(ভয়ানক শব্দ, দাউ দাউ অগ্নি জ্বলিতে লাগিল)

নী। (উপরের দরজা খুলিয়া) আগুন! আগুন! বাবা রে! মা রে! কি হবে রে!

(বেগে অন্নপূর্ণা ও রমার পুনঃ প্রবেশ)

অ। কি সর্ব্বনাশ! আগুন—আগুন! ও কে? আমার নীরো যে! নীরো—নীরো!

র। তাই ত—তাই ত! কি হবে?

(প্রতিবেশীগণের প্রবেশ)

সকলে। কি হয়েছে? কি হয়েছে? জল নিয়ে আয়—জল নিয়ে আয়!

(কয়েক জনের জল লইয়া বেগে প্রবেশ)

অ। সর্ব্বনাশ হয়েছে! তোদের পায়ে পড়ি বাবা, আমার নীরোকে বাঁচা। আমি তোদের সর্ব্বস্ব ধ'রে দেব।

সকলে। টাকার জন্য কি মা! কে মরতে এগোবে?

নী। আমায় বাঁচাও গো, বাঁচাও।

র। মা জগদম্বা, দেখিস্, যেন বিপন্নকে রক্ষা করতে পারি।

(গমনোদ্যত)

অ। (রমাকে বাধা দিয়া) কোথা যাস্? শেষকালে মা, তোকেও হারাব?

নী। ওহো-হো, গা জ্বলে' গেল! গা জ্বলে' গেল!

র। ছেড়ে দাও মা, ছেড়ে দাও! মা শক্তিরূপিণী, শক্তি দে!

(জ্বলন্ত সিঁড়ী দিয়া উঠিয়া গেলেন)

অ। কোথা গেলি মা, কোথা গেলি! (বসিয়া পড়িলেন)

(প্রতিবেশীগণ মধ্যে কেহ "জল এনেছি, জল এনেছি;" কেহ "ওই দিকটায় জল—জল! খুব জোরে!" বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। কেহ "কি হ'ল, কি হ'ল" বলিয়া অন্নপূর্ণাকে সেবা করিতে লাগিল। রমা নীরোদকে কোলে লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া

আসিলেন ও নীরোদকে নামাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।)

অ। মা, মা! কি আর তোকে বল্‌ব মা! যদি ঠাকুরের পায়ে আমার মতি থাকে, তবে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোর ডুবো নৌকো আবার ঘাটে উঠ্‌বে। আমার ভিখারী শঙ্কর আবার রাজা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিনোদের গৃহ

(বিনোদ ও সৌদামিনী)

বি। নীরো শশুরের বাড়ী মর্‌তে গেল কেন ?

সৌ। তোমার মা—মাতৃদেবী মার্‌তে নেছিলেন, বল! ছোঁড়াটা ওদিক কখনও মাড়ায়, বল্‌তে পার? হাজার হোক্, আমার ত ছেলে!

বি। সরল মিত্তিরের বৌ আগুনের ভেতর গিয়ে যে করে'—

সৌ। থামো, থামো! চিরকালের জন্য একটা খোঁটা হ'য়ে রইল! বাবা রে বাবা, মাগী কি দস্যি! এই সব মেয়েমানুষকে যুদ্ধে পাঠা'তে হয়;—গায়ের চর্ব্বি কমিয়ে আস্‌তে পারে।

বি। মেয়েমানুষ ওই রকম সাহস কর্‌লে দেখেই ত পাড়াশুদ্ধ লোক পড়ে' আগুন নিভিয়ে ফেল্‌লে! নইলে একেবারে সাফ্ হ'য়ে যেত।

সৌ। দেখ্‌ছি, তোমার ছেলের ব্যবস্থা আমাকেই কর্‌তে হচ্ছে। তোমার মা আদর দিয়ে দিয়ে ছোঁড়াটার মাথা খাচ্ছেন। এখানে থাক্‌লে ওর লেখা পড়া যদি কিছু হয়!

বি। মা যে ওকে একদণ্ড না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারে না!

এদিকে পড়ায় অমনোযোগ দেখ্‌লে, কি অন্যায় কর্‌লে শাসনও করে।

সৌ। আমার পেটের ছা, তাকে আমি যদি না চিনি, চিন্‌বে কি তোমার মা? তিনি ত দু'দিন পরে চোখ্‌ বুজে খালাস! ছোঁড়াটা যদি মানুষ না হয়, বালাই পোয়া'তে হবে কার?

বি। তবে মা'র কাছে আর ওকে ঘেঁস্‌তে দেওয়া হবে না।

(অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অ। বিনো, নীরোর একজন ভাল দেখে মাষ্টার রেখে দে। ছেলেটা মানুষ হবে কি করে'?

বি। আর মানুষ হয়েছে! দেখ মা, ওকে দিন কয়েকের মত তোমার কাছ থেকে সরিয়ে না রাখ্‌লে ওর আর কিছু হচ্ছে না।

অ। কি বৌমা, আমি তোমাদের ছেলে খারাপ কর্‌ছি—না?

সৌ। বলি, ওকে নিয়ে গোল কেন? ও ত ভেসে আসে নি! যাট্‌, ওর মামার বাড়ী রয়েছে; ও না হয় তাদের তা খেয়ে পরে'ই মানুষ হবে।

অ। বৌমা, বুঝ্‌তে পাচ্ছি। আমার কোন্‌ জায়গাটীতে কম জোর, তা ধরে' ফেলেছ। রাগ ক'রো না,—নীরোকে যদি কেউ কুশিক্ষা দিয়ে থাকে, ত তোমরা। এই যে ওর সাম্‌নে ভিখিরীকে গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় কর, তাতে ছেলে কি শেখে? ছেলেকে যে জুয়া খেল্‌তে পয়সা দাও, শঙ্করকে কাঁদিয়ে এলে আহ্লাদে আটখানা হও,—ওতে বুঝি ছেলে খারাপ হয় না?

সৌ। আমার ছেলে চোর হোক্ কি ডাকাত হোক্, তাতে অন্যের কি? ওকে নিয়ে টানাটানি কেন? ও আর কারও কাছে যাবে না।

অ। বুঝেছি বৌমা,—নীরোকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে (বক্ষে করাঘাত করিয়া) এইখানে একটা শক্তি-শেল মার্‌বে!

সৌ। আমি কিছু বল্‌লেই লোকের গায়ে ফোস্কা পড়ে! আর সরলমিত্তিরের বৌ যে রাতদিন ফিস্ ফিস্ করে, তা বেশ মিষ্টি! কালের ধর্ম্ম! একালে পরই আপন, আপনই পর!

অ। শুন্‌লি বিনো? বৌ আমায় কি বলে, শুন্‌লি?

বি। শুনি নি! কাণ কোথাও রেখে এসেছি নাকি? ওর ছেলে, তাই ওর লাগে।

অ। নীরো কি আমার কেউ নয় রে?

সৌ। মায়ের চেয়ে বেশী দরদ—তাকে বলে কি?

অ। বৌমা, নীরোকে তুমি পেটে ধরেছ, তা ঠিক; কিন্তু নীরো যে আমার কি, তা এক (ঊর্দ্ধে দেখাইয়া) তিনি জানেন। (কাঁদিয়া ফেলিলেন) স্বর্গীয় দেবের সেই ছোট্ট ছবি খানি—যাকে নিয়ে পাগলের মত হাসি কাঁদি—আমার সেই সাতরাজার ধন সাগর-ছেঁচা মাণিক কেড়ে নিতে চা'স্? (ক্রন্দন)

সৌ। আপনারা মায়ে-পোয়ে বোঝা-পড়া করুন্ গে, আমার কি দায়! (প্রস্থান)

বি। ভেউ ভেউ কান্না, আর ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বাস, এ দু'টো

জিনিস্ খুব অভ্যেস করেছিলে! আচ্ছা বল ত, তুমি আমায় না বলে' শত্তুরের বাড়ী ওকে নিয়ে গেলে কেন?

অ। কাদের শত্তুর বল্‌ছিস্! অকৃতজ্ঞ, এরই মধ্যে সব ভুলে' গেলি? যাদের পথের কাঙ্গাল করে' ছেড়েছিলি, তারাই যে তোর নির্ব্বংশ হ'তে দেয় নি!

বি। ভারী ত করেছে! ও রকম অবস্থায় আমিও তাই কর্‌তেম।

অ। বিনো, অমন করে' মুখ পুঁছে খালাস্ হোস্ নে রে! এখনও রাত্তিরের পর দিন হয়; এখনও চন্দ্রসূর্য্য পালা মত উঠ্‌ছে।

বি। দেখ মা, কৃতজ্ঞতা একটা বোঝা। বোঝা টোঝা গাধাতেই বয়। সেদিন একটা কাপড়ের দোকান সাজিয়ে তাদের বাড়ী পাঠালে! না হয় তোমারই টাকা,—থাক্‌লে ত নীরোরই থাক্‌ত?

অ। নীরোকে ভগবান্ যথেষ্ট দিয়েছেন।

বি। এ হাভাতে যুগে কিছুই যথেষ্ট নয়, কিছুতেই 'খাই-খাই' ঘোচে না। তুমি বিধবা মানুষ,—এক মুঠো আতপ চাল, কিছু কাঁচকলা কচু ঘেঁচু, আর থান্ দু'চার মোটা কাপড় হ'লেই ব্যস্। তালুক থেকে খাজনাপত্র এলে আমার হাতে দিও,—নীরোর জন্য কাগজ করে' রাখ্‌ব।

অ। কেন রে, আমার নিজের কি কোন খরচ নেই?

বি। তীর্থে আর দানেই যদি সব ওড়াও, তবে নীরোর জন্য রাখ্‌বে কি?

অ। তোর কাছে ত ওসব বাজে কাজ! কিন্তু জানিস্, নীরোর পক্ষে ও সব যে কোম্পানীর কাগজের চেয়ে ঢের বেশী দামী। যখন সেই বাজে কাজগুলো সেরে নীরোর মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করি, তখন সেই হাত দিয়ে ভগবানের জ্যোতি গড়ায়; যখন নীরোর জন্যে ঠাকুরকে ডাকি, সে ডাকটি গিয়ে তাঁর পায়ে পৌঁছয়।

(সৌদামিনীর পুনঃপ্রবেশ)

সৌ। উনি ওঁর তা জলে ফেলে দিন্, কিন্তু আমাদের কিছু না ছুঁলেই বাঁচি।

অ। বৌ, এ সংসারে কি আমার কোন দাবী নেই? আমরা কেউ ত বাপের বাড়ী থেকে কিছু নিয়ে আসি নি!

সৌ। আমার বাবা কারও পিত্যেশী নন্, যে যে-সে তাঁকে যা-খুসী শুনিয়ে দেবে!

বি। ওর সঙ্গে মা তোমার কি যে আড়ি, বুঝি না। বেচারী বড় মানুষের ঝী,—ওর কদর তুমি কোন দিনই বুঝ্‌লে না! ভাল মানুষের মেয়েকে মেরে না ফেল্‌লে দেখ্‌ছি, তুমি নিশ্চিন্ত হবে না।

(বেগে নীরদের প্রবেশ)

নী। ওকি ঠাকু'মা! তুমি কাঁদ্‌ছ? বল, তোমায় কে কাঁদালে? তাকে এক ঘুঁসিতে ঠিক করে' দেবো।

অ। কৈ রে পাগ্‌লা, আমি কাঁদ্‌ছি?

নী। তবে তুমি হাস।

অ। এই ত হাস্‌ছি, আমার সোণা দাদা।

নী। ভাল করে’ হাস।

অ। একি! একেবারে ধূলো মেখে ভূত সেজেছিস্! গা-হাত-পা ধুয়ে কাপড় ছাড়্বি চল্। আমার পাগ্লা! আমার দস্যি ছেলে! বিনো, বিনো, আমার এই অমূল্য ধনের বদলে লালকুঠি না দিস্, তার মধ্য থেকে একখানা মৌজ সরলকে ছেড়ে’ দে।

বি। সে আমার পিতৃ-অস্থি।

অ। নীরো, চল্—আর এখানে নয়।

(নীরদকে লইয়া প্রস্থান)

বি। আহা, বাঃ রে!

সৌ। এখন ত স্বচক্ষে সব দেখ্লে? এর একটা উপায় কর্তে হয়।

বি। নিশ্চয়। নইলে ছেলেটা একেবারে হাতছাড়া হ’য়ে যাবে। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

যোগমায়ার কক্ষ

(যোগমায়া ও রমা)

যো। হাঁ দেখ বৌ, তুমি অত খেটো না। তুমি যদি রথ ভেঙ্গে পড়, তবেই সরলের সংসার-যাত্রা হয়েছে আর কি! সে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে—তার ঘরের লক্ষ্মী যেন না যায়।

র। তা কি আমার অদৃষ্টে আছে! তোমাদের রেখে তোমাদের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে শঙ্করের মুখখানি দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি কি চোখ বুজ্‌তে পারব মা?

যো। বালাই, ওকি কথা! সরল চাকরীর আশা পেয়েছে বলে' লিখেছে,—চাকরী হ'লে আমাদের এতদিন জানা'ত—কি বল বৌ? না পেলেও খবরটা কি দিত না? তাই ভাব্‌ছি।

র। মা, আপনি ভাব্‌বেন না। একটা কিছু যোগাড় না করে' উনি জানাবেন না।

(সরলের প্রবেশ)

যো। ষাট্, ষাট্! নাম কর্‌তে কর্‌তেই! খবর না দিয়ে হঠাৎ যে! অসুখ করে নি ত?

স। অসুখ!—অসুখ হয় নি, তবে সুখও নেই! আর খবর?—সু-খবর হ'লে ত পেতেই।

যো। না হ'য়েছে না-ই, ভালয় ভালয় ফিরেছিস্, এই ঢের! কিন্তু অত বড় একটা সহরে তোরই দুটো ভাত নেই!

স। আমার বলে' কি!—হাজার হাজারের নেই। চাকরী খুঁজ্‌তে গিয়ে কার না খোসামোদ করেছি! যেখানে যাই,—সাফ্ জবাব—'হবে না।

র। একটা হৌসের বড়বাবু না আশা দিয়েছিলেন?

স। পাড়াগেঁয়ে ভূত মনে করে' খুব খানিকটে নাচালেন! সাহেবের কাছে পর্য্যন্ত যেতে দিলেন না। বল্‌লেন—আমিই

সব করে' দিচ্ছি। করে' দিলেন বটে,—সে আমার নয়,—তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের সম্বন্ধীর!

যো। লোকটা কি রকম!

স। যেমন এ কালে হ'য়ে থাকে। বল্‌লেন,—তোমার প্রশংসাপত্র আছে? ভদ্রলোক ভদ্রলোককে বস্‌তে বলে না, 'তুমি আমি' বলে! যাক্‌। নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেম,—আমার এই প্রথম চাকরী খোঁজা। শুনে' ঘুষ খেয়ে ফুলো গাল আরও ফুলিয়ে বল্‌লেন—তোমার যখন প্রশংসাপত্র নেই, তুমি যে জোচ্চোর নও, তার প্রমাণ?

র। লোকটা কি অসভ্য!

যো। কি বেহায়া গো!

স। বেহায়াকে শিক্ষা দিতে পার্‌লেম না, এই দুঃখ। মনে হ'ল, একটা বিরেশী ওজনের থাপ্‌পড়ে বুঝিয়ে দিই—পৃথিবীতে সরল মিত্তিরকে জোচ্চোর বলে' ডাক্‌তে পারে, এমন কেউ নেই। অম্‌নি তোমাদের কথা মনে হ'ল,—রাগ জল হ'য়ে গেল। ভাব্‌লেম,—ওর দোষ কি? আমার এই মলিন বেশ, শুষ্ক মুখ, রুক্ষ কেশ, দীন ভাব, হীন যাচ্ঞা ওকে ওই রকম বলিয়েছে।

র। ব'য়ে গেছে! চাকরী ছাড়াও জীবের আহার যোটে। পরের দোরে দেহ বাঁধা আর বিবেক বিক্রী না দিলেও লোকে উপোস করে না! এখন পয়সা খাটিয়ে পয়সা আন্‌তে চেষ্টা দেখ।

যো। আমারও তাই মত। একটু ছোট খাটো ব্যবসা কর্‌।

স। মা, বাঙ্গালীর ব্যবসা আর কাঙ্গালীর খয়রাত—কেবল হাঁক-ডাক। বিশেষ, ব্যবসা কর্‌তে মূলধন চাই। শেষ পুঁজিটুকু ত কেরোসিনেই পুড়িয়েছি!

যো। অপূর্ব্বের কাছে কিছু পাওনা হবে; সে টাকাটা তুল্‌তে পার্‌লে এ সময়ে অনেক কাজ দেখ্‌বে।

স। তাতে আর কত হবে! আর সে টাকাটা যে এখন আদায় হবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি?

র। আমার গহনা ত নিশ্চিত? সেগুলো বাঁধা কি বিক্রী দিলেই হবে।

স। রমা, যে স্ত্রীলোকের কাছে স্বামীর শুভাশুভের চেয়ে গহনার দাম বেশী, তুমি তাদের একজন হ'লে না কেন? তা হ'লে ত এ যন্ত্রণা পেতে হ'ত না!

যো। চল, বৌমা, ওর নাওয়া-খাওয়ার যোগাড় দেখি গে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(মহীন্দ্রের প্রবেশ)

ম। সরল, তোমার পরিবারের গহনাগুলো আমার কাছে বাঁধা দিলে হয় না? টাকা আমিই চালাব। দামী গহনাগুলো আমার হাত ছাড়া হয় কেন?

স। তোমার ফন্দী বুঝেছি মহীন্ দা! সরল সাধুর দান মাথায় রাখ্‌বে; দয়ার ঋণে আর জড়াবে না। হায়, এ দেশে যদি আরও কয়েকটী মহীনদা থাক্‌তো!

ম। বুলি ধরেছ? দেশটাকে পাগ্‌লা গারোদ কর্‌বার মত-

লব! বুঝেছি, 'আহা মরি' দিয়েই চিরকাল সার্‌বি, রাহা-খরচার কড়ি দিবিনে! দেখি বিনোদের ওখানে গিয়ে এ রবাহুতের পেট ভরে কি না! সে তোমার সঙ্গে মামলায় জিতে বাগান-পার্টি দিচ্ছে। সব সেই যাদুকরীর ভেল্কী! জয় দিয়ে মা আমার, পরাজয়ের ফাঁদ পেতেছেন। (প্রস্থান)

স। অদ্ভুত চরিত্র! (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

বিনোদের বাগানবাটী

(বিনোদ, প্যালারাম, বিনোদের বন্ধুগণ ও নর্ত্তকীগণ)

বি। এবারে তোমরা একখানা গাইলেই ছুটি পাবে।

ন-গণ। (গীত)

আমার সকল গরব টুটেছে সেই
কালো আঁখির পায়।
সেদিন চাঁদের আলো পড়েছিল
কালো নদীর গায়।
সেদিন কলির মুখটী চুমে' অলি,
পড়েছিল ঘুমে ঢলি',
চাঁপার সুবাস উড়্‌তেছিল
অধীর দখিণ বায়;

সে দিন এলিয়ে-পড়া কুহুর সাথে
টুট্‌ল বাঁধন মধুর রাতে,
একটী চোরা চাহুনীর সেই
একটু মিঠে ঘায় !

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান)

১ম ব। বিনোদ, তুমি তোমার জ্ঞাতি-শক্রর সঙ্গে এই রকম মাম্‌লা জিত্‌তে থাক !

২য় ব। আর আমরা এই রকম বাগান-পার্টি enjoy করি।

৩য় ব। খুব successful পার্টি হ'ল বিনোদ ! তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

প্যা। কি পয়সাটা খরচ হ'ল ! ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা।

বন্ধুগণ। এখন তবে আমরা আসি ভাই ?

বি। আচ্ছা, এস ভাই। (বন্ধুগণের প্রস্থান)

প্যালা। অপূর্ব্ব বাবু কেন এল না ?

বি। অপূর্ব্ব ফের বৈরেগী সেজেছে। আর আমিও এবার তাকে বলি নি। কেন জান ? তার স্ত্রীর গান শুনে অবধি সে আমার বিষচক্ষে পড়েছে।

প্যা। আজ্ঞে, আমারও সেই দশম-দশা উপস্থিত! সুখীর ওপর নজর পড়া অবধি পরাণকে দেখ্‌লেই আমার গায়ে যেন কে nitric acid ঢেলে দেয়! রোজ মানত কর্‌ছি; কলেরাও ব্যাটাকে চোখে দেখে না! এখন চলি।

বি। যাও, ফন্দী আঁটো গে—যাতে অপূর্ব্ব কল্‌কাতায় চাক্‌রী খুঁজতে যায়। ওকে স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে সরা'তেই হবে।

প্যা। আহা কি প্রেম! Pathetic, pathetic! ওই টুকুই হচ্ছে ওর মজা।

(প্রস্থান)

(অপূর্ব্বের প্রবেশ)

বি। কি রে অপা, চোখ দুটো জবাফুলের মত করে' এসেছিস্ যে!

অ। ভাই তোমার কাছেই। তোমায় বাড়ীতে না পেয়ে এখানে ছুটে আস্‌ছি।

বি। এত জরুরী—কি রে অপা?

অ। ভাই, আজ আমার বাড়ী হাঁড়ী চড়ে নি। দুধের মেয়ে মিনি উপোস করে' আছে। ঘরে চা'ল নেই—

বি। তাই বুঝি মদ টেনে এলি?

অ। আর কেউ এখন এ কথা বল্‌লে তার কাণ দুটো কাম্‌ড়ে নিতেম।

বি। তোর খুন চড়েছে দেখ্‌ছি!

অ। আমার মিনির মুখে আজ অন্ন ওঠে নি। আজ চুরি ডাকাতী, খুন—যা কর্‌তে হয়, সব পারি।

বি। ভবের দরজা খোলা রয়েছে, ইচ্ছে মত চরে' খাও গে বাবা!

অ। বিনোদ বাবু, তুমি না আমার বন্ধু? অতি বড় শত্রু-তেও আজ এমন করে' বিদ্রূপের বিষ-দাঁত ফুটোতে সঙ্কোচ বোধ কর্‌ত! ভাই, আমায় দশটা টাকা ধার দাও।

বি। তোমার আছে কি, যে ধার দেবো?

অ। আমার না ছিল কি, বিনোদ? চরিত্র, মান, স্বাস্থ্য,—মধ্যবিত্তের যৎকিঞ্চিৎ স্থাবর অস্থাবর,—কিন্তু সবই ত তুমি নিয়েছ!

বি। আমি নিয়েছি! মদের দেনায় নীলেম হ'য়ে গেছে, বল। তোমায় যা ধার দিয়েছি, তার সিকিও ঘরে আসে নি।

অ। আমার তর্ক করা সাজে না; কেন না, আমি দরিদ্র, তুমি বড়মানুষ; আমি প্রার্থী, আর তুমি তা পূরণের কর্ত্তা। তোমার ওপর বন্ধুত্বের দাবী না-ই থাক্ ভাই, আমায় দীন বলে' দয়া কর। আমি ব্রাহ্মণ, তুমি কায়স্থ,—আমি তোমার পায়ে পড়্‌ছি, আমার মিনিকে বাঁচাও। দু'দিনের জন্য আমায় না হয় পাঁচটা টাকা ধার দাও। (পদতলে পতন)

বি। পা ছাড়। টাকা এমনি চিজ্,—হাজার কাঁদ, পায়ে পড়, ও পদার্থটা কেউ সহজে ছাড়ে না।

অ। (উঠিয়া) বেশ ভাই, বেশ! আমি যেমন লোক, তার উচিত শাস্তি হয়েছে। কিন্তু বিনোদ, বল দেখি, তোমার মত অর্থপিশাচ দুনিয়ায় আর ক'টি আছে?

বি। একটা রোজগার খুঁজে নে না! আর দেনায় জড়িয়ে মারা যাবি কেন?

অ। ঢের হয়েছে—যথেষ্ট পেয়েছি! বাহবা! বলিহারি বন্ধু আমার! বেঁচে থাক, সুখে থাক।

বি। তোর ভেতরে যদি পদার্থই থাকবে, তবে কি অমন সুন্দরী স্ত্রী থাকতে ভাতের জন্য এর ওর পায়ে ধরতে যাস্?

অ। মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্,—নইলে জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেবো।

(প্রস্থান)

(গাহিতে গাহিতে মহীন্দ্রের প্রবেশ)

(গীত)

আমার বল্‌তে ছিল যাহা,
নিলি যদি নীলেম ডেকে,
আজও কেন আছি বাঁধা,
মা, তোর দেনার দায়ে ঠেকে!

উশুলের ঘর শূন্য, ফাঁকি,
বাকীর ওপর চাপ্‌ছে বাকী,

চিরদিনের অন্ধ আঁখি
দেখেও তাহা নাহি দেখে।

ইস্তাহারের ফর্দ্দ ধরে'
আর কি নিবি ডিক্রী করে' ?
এই দেহটারে জেলে ভরে'
বুঝে নে মা, পাওনা থেকে।

বি। মহীন্ দা, গান গেয়েই চিরটা কাল কাটা'লে,—সংসার ত কর্‌লে না!

ম। তোমরা কর্‌ছ—আমি দেখ্‌ছি। সবাই যদি করে, তবে দেখে কে ?

বি। বল্‌ব কি মহীন্‌দা, এ গাঁয়ে হ'ল কি ? অপা ছোক্-রাকে চিরটা কাল থাইয়ে পরিয়ে দেশে রাখ্‌লেম—আজ সেও কামড়া'তে আসে!

ম। আস্‌বেই ত!—স্বজাতি-প্রীতি! তবে সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে ওর পদেরও হ্রাস হয়েছে কি না!—তাই দড়ি না ছেঁড়ে!

বি। তা হোক্, টাকা দিয়ে বন্ধু রাখ্‌বার কোন দরকার নেই।

ম। নিশ্চয়। 'কড়ি বিনে বন্ধু কৈ ?'

বি। কড়িতেই রস, কড়িতেই যশ, কড়িতেই তুনিয়া বশ,—ও চিজ্‌টি হচ্ছে জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের মাপকাঠি।

ম। ঠিক, ঠিক। রাম বিবেক বিকিয়ে পরকে ঠকিয়ে টাকার গদীতে চড়ে' বসেছে,—সে বুদ্ধিমান্‌! সে কৃতী! সে বাহাদুর! আর শ্যাম ন্যায়-অন্যায় নিয়ে সময় নষ্ট কর্‌ছে,—অতএব সে নির্ব্বোধ! সে নিষ্কর্ম্মা! সে কাপুরুষ!

বি। মহীন্‌দা, সব বুঝে-সুঝেও সরলদার ওখানে ঘোরা-ফেরাটা কি তোমার মানায়? মা-লক্ষ্মীর কৃপায় তোমার কিছু আছে; আর সে ত দেউলে!

ম। দেখ, এক জায়গায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। সেই রাহাখরচের যোগাড় হ'লেই সরে' পড়ি।

বি। বুঝেছি; আহাম্মককে কল্‌কাতা ব্যবসার লোভ দেখিয়ে গঙ্গাস্নানটা ওর খরচায় সেরে আস্‌বে!

ম। কিন্তু কিছু হ'য়ে উঠ্‌ছে না।

বি। হবে কি করে'? এ যে ভিখিরীর কাছে ভিক্ষের আশা!

ম। তাই ত ভাব্‌ছি! শেষটা বুঝি বা তোমার দিকেই গড়াই! হড়্‌ হড়্‌ করে'—একেবারে,—বুঝ্‌লে ভায়া?

বি। বেশ ত মহীন্‌দা, তুমি আমাদের দলে এস। তা হ'লে সরলদাকে এক-ঘরে' কর্‌তে পারি।

ম। এক-ঘরে' কেন? একেবারে শ্রীঘরে দিলেই আপদ চুকে যায়! হতভাগা এত বড় বোকা,—খেতে পান না, তবু

লোকের উপকার করবেন নিজের দু'কাণ কাটা, কিন্তু পরের মান বাঁচা'তে কি তেজ! আধ পয়সার লোক, প্রাণ দেবার বেলা আঠার আনা! ভায়া, এইসব লক্ষ্মীছাড়াকে যদি সমাজ থেকে তাড়া'তে না পার, তবে পয়সাওয়ালা লোকের সঙ্গে ইতর-সাধারণ এক হ'য়ে গেল বলে'!

বি। দাদা, পারি সবই। মা'র জন্যে সব মাটী! এত বকুনি দিই—গ্রাহ্যটি নেই।

ম। সংসারে মা-গুলোর গণ্ডারের চামড়া! ওদের Self-respect নেই! বুকে পাথর ভাঙ্গ—উল্‌টে সন্তানের মাথার বজ্র সেই বুকখানি পেতেই নেবে। রোগে শোকে, আপদে বিপদে, ওরা এমন হাস্যকর hysteric, এমন বিরক্তিজনক eccentric হ'য়ে ওঠে, যে সভ্য-সমাজে রীতিমত হেঁট হ'তে হয়!

বি। যাই, অপা বেচারীকে দূরে সরা'তে না পার্‌লে তাকে দিয়ে কিছুই হবে না। এমন রূপসী গুণবতী ভার্য্যা কাছে থাক্‌লে কি কোন স্বামীর রোজগারের দিকে মন যায়, দাদা?

ম। এই ত bosom friend এর কাজ! সাধু, সাধু!

(বিনোদের প্রস্থান)

ম। তাই ত! শেষটা অপূর্ব্বের স্ত্রীর ওপর নজর! যাই, সুখীকে বলি গে, প্যাঁলাকে যেন হাতছাড়া না করে। যখন যা হয়, সব কথা যেন তার কাছ থেকে বা'র করে' নেয়।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

অপূর্ব্বের বহির্ব্বাটীর আঙ্গিনা

(সরলের প্রবেশ)

স। অপূর্ব্ব দা, বাড়ী আছ? ও অপূর্ব্ব দা!

(মিনির প্রবেশ)

মি। বাবা বাড়ী নেই। তুমি আস্‌বে ভয়ে আগেই বাড়ী থেকে পালিয়েছে।

স। বলিস্ কি মিনি! আমার ভয়ে পালিয়েছে! কিসের ভয় রে?

মি। তুমি পাওনা চাইতে আস্‌বে, এই ভাবনায় সবাই মিলে কেবল কেঁদেছি! কাল রাত থেকে আমাদের কারও খাওয়া হয় নি।

স। কাল রাত থেকে খাওয়া হয় নি! কেন মা?

মি। খাব কি? ঘরে চাল নেই। এদিকে কাল তোমায় কি জবাব দেবে, এই ভেবে বাবার কি কান্না! বাবার কান্না দেখ্‌লে, সরলকাকা, তুমিও কেঁদে ফেলতে! সে ঠিক একটা পাগলের মত কাণ্ড কর্‌ছিল,—একবার নিজকে গালাগাল দেয়, আবার নিজের গলা টিপে ধরে' বলে—কাল দেনা দিতে না পার্‌লে সরল মিত্তির আমায় শেষ কর্‌বে।

স। কি বল্‌লি মিনি! তোদের ঘরে চাল নেই!

মি। সরল কাকা, বিশ্বেস না হয়, দেখে যাও।

স। তোর বাবা কি বলে' বেরিয়ে গেল ?

মি। হয় সে টাকা নিয়ে ঘরে ফির্‌বে, নয় গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বে। সরল কাকা, বাবা কি তবে আমাদের ফাঁকি দেবে ? ও কি সরল কাকা, তোমার চোখে জল !

স। কৈ, না মা ! মিনি, কি বল্‌লি ? আমার জন্য তোর বাবা ভয়ে পালিয়েছে ?

মি। হাঁ। বল্‌লে,—যে তোমায় দেখ্‌লে তার বুকের রক্ত শুকিয়ে উঠ্‌বে।

স। অ্যাঁ মিনি, তবে এখন মানুষকে দেখেও মানুষ পালা'তে আরম্ভ করেছে ! আজকাল তবে মানুষ বাঘ ভালুকের চাইতেও বেশী হ'য়ে উঠেছে ! যার ঘরে চাল নেই, ঋণশোধের ভাবনায় যার নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠেছে, যে দেনার দায়ে অবশেষে আত্মঘাতী হ'তে প্রস্তুত হ'য়েছে—তার কাছেও মিনি, মানুষে অনায়াসে পাওনা চাইতে আসে ?

মি। তা আসে না সরল কাকা ?

স। মিনি !

মি। কি সরল কাকা ?

স। আমি কাকা নই—আমি টাকাখোর ! বৌদি, বৌদি, দেখে যাও, সরল মিত্তির টাকার ক্রীতদাস নয়। সে দীন বটে, কিন্তু হীন নয়। সে সুদখোর জানোয়ারের মত কল্‌জের রক্ত শুষ্‌তে আসে নি।

(বালার প্রবেশ)

বা। কে তুমি স্বর্গ থেকে আমায় ছলনা করতে এসেছ ?

স। আমি এসেছিলেম ছলনা করতেই,—স্বর্গ থেকে নয়, অন্নচিন্তার নরক হ'তে। কিন্তু দেখ্‌লেম—শয়তানেরও বিবেক আছে। সে এই পাগ্‌লী মাকে দিয়ে আমার চোখ ফুটিয়েছে, ঘাড়ে ধরে রাস্তা দেখিয়েছে। বৌদি, এই হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট আমি অক্লেশে ছিঁড়ে দিয়ে যাচ্ছি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এইরকম চোখ-ফোটাবার, ঘাড়ে ধর্‌বার লোকের অভাব না হয় !

বা। ঠাকুরপো ! তোমায় আশীর্ব্বাদ করতে পারেন একজন—যিনি ওপরে বসে' আজ স্বর্ণাক্ষরে তোমার কাহিনী লিখে রাখ্‌লেন ; যিনি গদ্‌গদ্‌ হ'য়ে তোমার মধ্যে নিজকে পূর্ণ প্রকটিত দেখ্‌লেন !

স। না, বৌদি, না ,—আমরা এক একটি দানব মানব নামের ধ্বজা তুলে' চলেছি। এ ত সংসার নয়—শ্মশান ! আমরা যাকে সমাজ বলি, তার কুষ্ঠ হয়েছে—তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খসে' খসে' পড়ছে।—তাই ত এমনধারা হাজার হাজার চাঁদের মত মেয়ে না খেতে পেয়ে মর্‌ছে ! তোমার মত লক্ষ লক্ষ সতীসাধ্বীর চোখের জল শুকুচ্ছে না ! সরলমিত্তির যত বড় অভাবেই পড়ে' থাক্‌, তার বুকের ভেতর একটি মাণিক এখনও ধক্‌ ধক্‌ করে' জ্বল্‌ছে। আজ সেই এ পাষাণ গলিয়েছে, ওগো, পাষাণ গলিয়েছে। শোন বৌদি, যতদিন আমরা খেতে পাব, তোমাদেরও একমুঠো অন্নের অভাব হবে না।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নদীতীর—ষ্টীমারঘাট

(যাত্রীগণের প্রবেশ)

১ম যাত্রী। শীগ্‌গির চল্‌, শীগ্‌গির চল্‌;—এখনই ষ্টীমার ছেড়ে দেবে।

২য় যা। তাই ত! ওই যে শিটী দিচ্ছে! আয় আয়, ছুটে চলে' আয়। (সকলের প্রস্থান) (ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল)

(সরল ও শম্ভুর প্রবেশ)

স। দেখ্‌লি শম্ভু, দেবতার চক্র! আমরা আস্‌তে না আস্‌তেই ষ্টীমারখানা ছেড়ে দিলে! মায়ের নামের তালুকখানা গরীবের শেষ সম্বল—নীলেম হচ্ছে। কষ্টে স্বষ্টে কিছু সংগ্রহ করে' যাচ্ছিলেম ডেকে রাখ্‌তে,—তা খুব হ'ল! এইবার পথে দাঁড়াতে হবে!

শ। না গিয়ে ভালই হয়েছে। দেখ্‌ছ না, কি ঝড় উঠেছে!

স। তাই ত! ওকি! বাজ পড়ে' আগুন লেগে ওই দেখ, ষ্টীমারখানা ডুবে গেল! এস শম্ভু, যতজনকে পারি বাঁচাবার চেষ্টা করি।

(যাত্রীগণের আর্ত্তনাদ ও নদীবক্ষে সন্তরণ)

শ। ক্ষেপেছ বাবু! নদী রাক্ষসীর মত পৃথিবী গিল্‌তে আস্‌ছে।

(পরাণের প্রবেশ)

প। বড়বাবু, ষ্টীমার ফেল্ করে' বেঁচে গেছ। ছোটবাবু তোমাদের তালুক ডেকে রাখ্তে ঢের টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল! (প্রস্থান)

স। অ্যাঁ! বিনোদ! ছেড়ে দে শম্ভু, ছেড়ে দে। দেবরাজ, হান' তোমার বজ্র; রাক্ষসী, তোল্ তোর প্রলয়-উচ্ছ্বাস। বিপন্নের উদ্ধারের জন্য আজ এই অকিঞ্চিৎকর জীবন উত্তাল তরঙ্গমালায় বিসর্জ্জন দেবো। (নদীতে ঝম্পপ্রদান)

প। বাবু—বাবু! কি কর্‌লে! (নদীতে ঝম্পপ্রদান)

স। ঐ বিনোদ—ঐ!

শ। কোন্ দিকে বাবু, কোন্ দিকে?

স। পেয়েছি! পেয়েছি! এই দিকে!

(সরল শম্ভুর সাহায্যে বিনোদকে তীরে তুলিল)

স। এই যে বিনোদ চোখ মেলেছে! জগদম্বা, তোমারই মহিমা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিনোদের অন্তঃপুর

(অন্নপূর্ণা ও সৌদামিনী)

অ। বৌমা, শুন্‌লেম বিনোদ নাকি ষ্টীমারে কোথায় গেছে? যে দুর্য্যোগটা হ'য়ে গেল, না জানি কি হয়েছে!

সৌ। আপনার ছেলে কি ননীর পুতুল, যে একটুতেই গলে' যাবে ?

অ। বৌমা, আমার মন কেমন কর্‌ছে।

সৌ। ভাবনা শুধু আপনারই ! আমি কি আর কেউ !

অ। বিনোদ সাঁতার জানে না ; তাকে এ দিনে কেন জলের পথে যেতে দিলে ?

সৌ। আপনার ছেলে আমার আঁচল-ধরা আজ্ঞাকারী কি না ! যাই, ঢের কাজ পড়ে' আছে।

(প্রস্থান)

অ। মা মঙ্গলচণ্ডী, বাছা ভালয় ভালয় ফিরে আসুক্, তোমার পূজো দেবো।

(বিনোদের প্রবেশ)

বি। আর ভাল ! এতগুলো টাকা জলে দিয়ে এলেম ! টাকার শোকে আমার ডুবে' মর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে।

অ। কি রে ? কি হয়েছে ?

বি। হবে আবার কি ?—অদৃষ্ট ! বাজ পড়ে' ষ্টীমার ডুবে' যায় ; সরলদা আমায় বাঁচায়। তার পুঁট্‌লী থেকে জামা কাপড় আমায় দিয়েছে।

অ। মা সর্ব্বমঙ্গলা, আমার সরলের মঙ্গল কর।

বি। হায় হায় ! এতগুলো টাকা !

অ। আপদ গেছে। তোর প্রাণ বেঁচেছে, এই ঢের।

বিনো, এবার তোর সরলদার সঙ্গে মনের গোল চুকিয়ে ফেল্‌ ভা'য়ে ভা'য়ে এক হ'য়ে যা,—দেখে চোখ জুড়োক্‌।

(সৌদামিনীর পুনঃপ্রবেশ)

সৌ। বেশ ত! মা ভাই এদের নিয়ে থাক, আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

বি। সে আবার কি?

সৌ। আমি বাড়ীর অলক্ষ্মী, আর সবাই লক্ষ্মী! তাই শঙ্করকে "নয়ানদীঘী' তালুক দান করা হয়েছে!

বি। কে দান কর্‌লে?

অ। আমি।

বি। বল কি! নয়ানদীঘী সোণার তালুক। ওতে খরচ বাদে বছরে ছ'টি হাজার ঘরে আসে।

অ। তুই ছ হাজার টাকা খুব বেশী দেখ্‌লি? আর তারা যে তুই তুইটী অমূল্য নিধি ফিরিয়ে দিয়েছে, তা কিছুই নয়!

বি। যাক্‌, একটা কাজের কথা শোন।—জজের অনুমতি নিয়ে সরলদা নয়ানদীঘী আমায় খোস্‌কবালা করে' দিক্‌; আমি তাকে সে জন্যে যৎকিঞ্চিৎ দিতেও রাজী। বেচারা ভালমানুষ, —তুমি বল্‌লেই হয়।

অ। কি, আমি দত্তাপহারী হব?

সৌ। শুন্‌লে কথা! আরঙ্গজেব যদি তার বাদশা-বাবাকে বশে আন্‌তে পেরে থাকে, তুমি কি তোমার বিধবা-মাকে সামাল দিতে পার্‌বে না?

অ। বৌমা, শাশুড়ীকে বেশ মান্য কর্‌তে শিখেছ ত!

সৌ। মান আপনার চেয়ে আমার বেশী। আমারই গেরস্তালী,—আপনি পড়ে' দুটো খাচ্ছেন বৈ ত নয়!

অ। বৌ, এই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এক কোপে। দোহাই তোমার,—জবাই ক'রো না।

বি। তুমি পাগল হয়েছ। তোমায় এই ঘরের ভেতর তালা চাবি বন্ধ করে' রাখ্‌ব।

অ। কি! তুই আমায় কয়েদ্ কর্‌বি? ডাক্, তোর প্যালা ফ্যালা ইয়ারের দল,—আমি সরলমিত্তিরের বাড়ী কাপড় খাবার নিয়ে যাচ্ছি, দেখি, কার সাধ্য আমায় বাধা দেয়।

(প্রস্থান)

বি। দেখ্‌লে? রকমটা দেখ্‌লে?

সৌ। আর কেন? ঢের হয়েছে। এখন কাঁদ'—কাঁদ'।

(প্রস্থান)

বি। লোক্‌সানের ওপর লোক্‌সান! এ দিকে বাড়ীতে অশান্তি। কিসে ভোলা যায়?—সুরা, আর তার জ্বলন্ত ইন্ধন—নারী। কে সে?—অপূর্ব্বের রূপসী গুণবতী ভার্য্যা। তাকে ভুলি নি,—ভুল্‌তে পার্‌বও না।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

সুখীর গৃহ-সম্মুখ

(সুখী ও পরাণ)

সু।— (গান)

তুমি এস এস, বঁধু এস।
এ মধুর রাতি, রহিয়াছি পাতি
হৃদাসন—হৃদয়েশ !
আমি যে বঁধুয়া, অবলা,
নাহি জানি রীতি, কেমন পীরিতি,
আমি যে বড় অখলা !
আমি ছাড়ি' লাজ-মান-কুলে
সখা, আছি তোমা নিয়ে ভুলে',
মোরে আদরে ডাকিয়া বক্ষে রাখিয়া
মুখপানে চেয়ে হেস।

প। আমার সুখী ! আমার সুখ ! পরাণের সুখ !

সু। আমার পরাণ ! আমার পাঁচ পরাণ !

প। তোকে না পেলে আমি পাগল হব।

সু। তোকে না পেলে আমি গলায় দড়ি দেবো।

প। তোকে যেদিন না দেখি, তুনিয়াটা প্যালার জালা-পেটের মত বিচ্ছিরী দেখায়।

সু। তোর কথা যেদিন না শুনি, সে দিনটা আমার কাছে পচা, পান্‌সে, ফ্যাকাসে মনে হয়।

প। সেই সময় কোয়েলা যদি ডাকে, মনে হয়, বনের পাখীর গলায় এমন মিছ্‌রীর কাটারী কে দিলে গা!

সু। আমি ত সেই কালবরণ কালামুখ পাখীটাকে দেখ্‌লেই ঢিল ছুড়ি। তার ডাকগুলো মনটাকে একেবারে তুলোধোনা করে' দিয়ে যায়।

প। তুই আমায় কতখানি ভালবাসিস্?

সু। এই পির্‌থিমীটার চেয়েও বেশী।

প। তুই তবে সত্যি সত্যি আমারই?

সু। আমি তোমারই গো, তোমারই।

প। কেউ আস্‌ছে না ত?

সু। কবে লুকোচুরি যাবে,—দু'জনে পিরীতের বিনিস্থতোয় জন্মের মত বাঁধা পড়্‌ব!

প। সেদিন—সেই মিঠে রাতে—আমার সুখ আমার গলায় বকুলফুলের মালা গেঁথে আপন হাতে পরা'বে!

সু। সেদিন—সেই মিঠে রাতে—আমি চাঁদের আলোয় গলে'—ডুবে'—হারিয়ে যাব!

(প্যালারামের প্রবেশ)

প্যা। সে মিঠে রাতে আমার ব্যবস্থা কি তবে গঙ্গাযাত্রা?

(পরাণের প্রস্থান ও সুখীর অধোবদন)

লজ্জা কি সুখী ? লাজ, মান, ভয়—এ তিন থাক্‌তে নয়। ওই টুকুই হচ্ছে ওর মজা।

সু। দাদাঠাকুর, আমি ওকে ছেড়েই দিলেম। আমাদের নিয়ম —ভাব হওয়ার বেলা যেমন কর্‌তে হয়, ছাড়্‌বার বেলাও তাই।

প্যা। তা হ'লে একটা নতুন কথা তোকে শোনাব। তোর সুখ হবে কি দুঃখ হবে জানি না,—কিন্তু বিমুখ হোস্‌ নে যেন। দেখ্‌, আমি হঠাৎ তোকে ভালবেসে ফেলেছি।

সু। ঘেন্না, ঘেন্না! আমি যে বাগ্‌দীর মেয়ে!

প্যা। শোন বাগ্‌দিনী সুখী,—

তোমার চরণে শরণ লইনু
পীরিতি-তাড়নে রুখি'।

ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা!

সু। ঘেন্না, ঘেন্না! তুমি যে বামুনের ছেলে!

প্যা। 'বামুন' 'বামুন' এ তিন আখর
জগতে আনিল কে ?
ধিক্‌ তারে ধিক্‌, বেটা বেরসিক,
প্রেমের কি জানে সে ?

সু। বামুনের ছেলে আর বাগ্‌দীর মেয়েতে কখনও বে হ'য়ে থাকে ?

প্যা। বিয়ে ত দাসীবৃত্তি,—তুই হবি আমার সর্ব্বময় কর্ত্রী। ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা।

সু। তবে না শুনি, বালার গান শুনে' তুমি মজেছ!

প্যা। বালার ওপ'র কি প্রেম, তা সদ্য সদ্যই দেখিয়ে দিচ্ছি।

সু। কি কর্‌বে?

প্যা। তা বল্‌ছিঁ না,—কেন না তোমরা স্ত্রীজাতি,—খবরের কাগজ বিশেষ।

সু। তোমার ভালবাসা এবার বোঝা গেল। হায়. কেন আমি এই অরসিককে প্রাণ স'পেছিলেম!

প্যা। কাঁদিস্‌নে সুখী। আমার বুকে পিঠে খিল ধর্‌ছে যে!

সু। যাও, আর মায়া দেখা'তে হবে না।

প্যা। অ্যাঁ! সত্যি সত্যি আমায় এতই ভালবাসিস্‌ সুখী!

সু। তা হ'লে এ মিথ্যেবাদীর সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।

প্যা। দূর পাগ্‌লী। বল্‌ছি কি, তা হ'লে আস্‌ছে পূর্ণিমায় আমার সঙ্গে ফাগ্‌ খেলা ঠিক?

সু। আমার বাড়ীতে সে পূর্ণিমায় তোমার ফাগ্‌ খেলার নেমন্তন্ন রইল। এখন বল, বালা পোড়ারমুখীকে কি কর্‌বে? শুনে' তোমার সুখী সুখী হোক্‌।

প্যা। সে কি হয়? বিনোদবাবু আমায় বিশ্বাস করে! এখন আসি, নির্ব্বিঘ্নে কাজটী হোক্, তারপর সবই জান্‌বি। ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা।

সু। দেখো, আমায় ভুলো না,—সেদিনের পূর্ণিমে ভুলো না।

প্যা। আরে না, না! নিশ্চয় না। ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা।

(প্রস্থান)

সু। ওগো! ওগো! একটু দাঁড়াও,—মাথা খাও,—তোমায় ছেড়ে দিতে মন কেমন কর্‌ছে।—বোকা বামুনের কাছ থেকে সব কথা আদায় করে' ছাড়্‌ব, তবে আমার নাম সুখী বাগ্‌দিনী।

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

সরলের অন্তঃপুর-সংলগ্ন চাতাল

(যোগমায়া ও রমা)

যো। মুদী চাল বন্ধ করেছে। কাল আধপেটা খেয়ে শঙ্কর ইস্কুলে গেছে,—আজ কি হবে?

র। ঘরে মুড়ি আছে; শঙ্করকে মুদীর দোকান থেকে এক পয়সার বাতাসা কিনে আন্‌তে পাঠিয়েছি।

যো। হা ভগবান্, শেষটা এই কর্‌লে! বৌমা, শঙ্করকে কি করে' বাঁচাই? তোমার গহনাপত্র যা ছিল, সব বেচে সরলকে ব্যবসা করতে পাঠিয়েছ। আজ কত দিন হ'ল, সরলের কোন খবরই নাই!

র। এ জীবনে কাউকে ছলনা করি নি। সত্য গোপন করবো না।—এই মাত্র ওঁর চিঠি পেলেম, ব্যবসা ফেল হয়েছে। (যোগমায়া পড়িতে যাইবেন, তাঁহাকে ধরিয়া) স্থির হও মা।

যো। রাক্ষুসী, শঙ্কর না খেয়ে রয়েছে—আমায় স্থির হ'তে

বল্‌ছিস্ ! আমায় কেটে নুনে চড়া,—আমার শঙ্কর না খেতে পেয়ে মর্‌বে যে ! হায়, হায়, আমার দুধের বাছা ! কি হবে !—অ্যাঁ, কি হবে !

র। মা, সে জন্যে ভাবনা কি ? আমি এখনই বেরিয়ে দেখ্‌ছি, কারও ঝিয়ের দরকার আছে কি না !

যো। অ্যাঁ ! এরই জন্যে তোকে এখানে এনেছিলেম ?—এরই জন্যে ছোট্টটী বড় করেছিলেম ? সরল, সরল, দেখে যা—আজ রাজরাণী দাসী হ'তে যাচ্ছে ! (বক্ষে করাঘাত) ঐ পাথর !—নইলে এখনও ফাট্‌ছে না ! অ্যাঁ—এ কি লোহার বজ্জর ! (বক্ষে করাঘাত) ভাঙ্‌বে না ?

র। ছি মা ! (চক্ষু মুছিতে মুছিতে হাত ধরিলেন)

(কাঁদিতে কাঁদিতে শঙ্করের প্রবেশ)

যো। একি শঙ্কর, কাঁদ্‌ছিস্ কেন রে ? কি হয়েছে ?

র। তুই না বাতাসা আন্‌তে মুদী দোকানে গেলি ?

শং। মুদী বল্‌লে,—অত খায় না ! চাল কেন্‌বার পয়সা নেই, তার আবার মিষ্টির সখ্ ! (কান্না)

যো। কি মুদী বেটার ছোট মুখে বড় কথা !

(মুদী, গয়লা ও ধোবার প্রবেশ)

মু। আমরা ছোট লোক, আর আপনারা ভদ্দর ? তাই 'আজ দেবো, কাল দেবো' বলে' আজ ছ'টি মাস ঘোরাচ্ছেন !

র। বাছা, এতই সয়েছ, আর দুটো দিন—

গ। অমন মিথ্যে কথা অনেকবার বলেছেন।

যো। হা ভগবান্! যাকে চন্দ্র সূর্য্য দেখ্তে পেত না, আজ তাকে পথের লোক দিয়ে অপমান করাচ্ছ!

ধো। আমরা পথের লোক বৈ কি!—কেন না, পাওনাদার!

শং। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, ওদের ব'কো না। কাল রাত থেকে মা, ঠাকু'মা উপোসী আছে। বাতাসা আন্তে গিয়ে যদি অপরাধ হ'য়ে থাকে, আমায় যা খুসী বল।

মু। কথা ঢের শুনেছি। পাওনা ফেলে দাও, চলে' যাই।

গ। ঠিক কথা ভাই, পাওনা পেলে কোন শালা কথা কয়!

ধো। কিন্তু আজ কড়ায় গণ্ডায় পাওনা না নিয়ে কেউ যাচ্ছি না!

শং। আমি না হয় পালা করে' তোমাদের চাকরী খাট্‌ব; তা হ'লে ত তোমাদের দেনা শোধ হবে! আমায় এখনই নিয়ে চল। আমায় যা করতে বল্‌বে, কর্‌বো।

(যোগমায়া গলায় কাপড় আঁটিতেছিলেন, রমা দেখিয়া ধরিয়া ফেলিলেন)

যো। ছাড়্, ছাড়্। আমি অনেক সয়েছি, আর পারি না—আর পারি না!

(শম্ভুর প্রবেশ)

শ। তোরা সব এখানে কেন?

সকলে। পাওনার তরে এসেছি।

শ। তা অন্দর পর্য্যন্ত আসা কেন? বেরো সব,—ভাল চাস্ ত বেরো।

মু। বেইজ্জত্ না হ'লে কি আজ কাল কারও হাত থেকে টাকা বেরোয়?

শ। কি রে নচ্ছার পাজী! (লাঠি লইয়া আক্রমণ)

(সরলের প্রবেশ ও বাধা দান)

ছাড়ো, ছাড়ো! ও ব্যাটাকে আজ শেষ কর্‌ব।

স। ছি ছি! ওরও ত ছেলেপিলে আছে! পাওনা না পেলে কি করে' চল্‌বে?

(মহীন্দ্রের প্রবেশ)

ম। (মুদীকে) তোর কত পাওনা রে?

মু। আজ্ঞে, পঞ্চাশ।

ম। এই নে। (নোট দিল)

যো। ও কি কর্‌ছিস্, মহীন্?

ম। বাধা দিতে পেরেছ? মা-গুলো সব একদলের! গোল করে' আর সময় নষ্ট ক'রো না,—আমায় অনেক দূর যেতে হবে। (গয়লাকে) তোর কত পাওনা?

গ। তিরিশ।

ম। এই নে। (নোট দান)

স। আর কেন বোঝার ওপর বোঝা বাড়াচ্ছ, মহীন্ দা?

ম। ভাই, সোজা Rule of Three,—নিজের বোঝা হাল্‌কা কর্‌তে। (ধোবাকে) তোর কত পাওনা রে?

ধো। দশ।

ম। এই নে।

ধো। মহীন্‌!

ম। বুঝেছি, গালাগাল সুরু কর্‌বি। আমিও প্রাণ ভরে' মাতৃ-নিন্দা গাইতে জানি।

ম। (গীত)

কত জনম গেল বৃথা, বুঝ্‌লেম না তোর লীলার ধারা।
আপনি মেতে শ্মশান-খেলায় শিবকে কর্‌লি লক্ষ্মীছাড়া!
অমূল নিধি দেবার তরে, সাধিস্‌ এসে ঘরে ঘরে,
কাঙ্গাল ভেবে অনাদরে ফিরা'য়ে দিই তোরে তারা!
দয়ার নূপুর খুলে রেখে, মায়ের রূপটী মায়ায় ঢেকে
দেখা দিবি থেকে থেকে, ধর্‌তে গেলে হবি হারা!

ও ভাই মুদী, গয়লা, ধোবা, তোরাই আমার আদত বন্ধু! নিজেদের পাওনা আজ আমায় ধরে' দিলি! চল্‌, আমার বাড়ী আজ তোদের নেমন্তন্ন।

স। মহীন্‌দা, মহীন্‌দা! দাঁড়াও,—পায়ের ধূলো দিয়ে যাও।

ম। তবেই আখেরের থালি-ঝুলিটী আরও থালি কর্‌বে! কি গুণের ভাইটী আমার!

(মহীন্দ্র, মুদী, গয়লা ও ধোবার প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সুধীর প্রবেশ)

সু। দাদাবাবু, তুমি এসেছ! আঃ, বাঁচা গেল! শোন,—সর্ব্বনাশ! অপূর্ব্ব বাবু এখন কল্‌কাতায়। তাঁর স্ত্রীকে ধরে' আনতে বিনোদ বাবু লেঠেল পাঠিয়েছে! এতক্ষণে কি হ'ল, কে জানে!

স। অ্যাঁ, অ্যাঁ! এতদূর! শম্ভু, লাঠি চালা'তে চাচ্ছিলি না? এই তার সুযোগ! চলে' আয়।

(উভয়ের বেগে প্রস্থান)

যো। অ্যাঁ, এ কি!

র। হরি দয়াময়! অবলার মান রক্ষা কর।

পঞ্চম দৃশ্য

অপূর্ব্বের অন্তঃপুর

(বালা)

(প্যালারাম ও লাঠিয়ালগণের প্রবেশ)

বা। তোমরা কে? এখানে কেন?

প্যা। শোন বিরহিণী বালা ;—

তুয়া প্রেম লাগি' নিশি জাগি' জাগি'

বিনোদিয়া হ'ল কালা।

ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা।

বা। আমি তোমার মা।

প্যা। মা ছেড়ে বাবা হও, কোন আপত্তি নেই।

(ধরিতে অগ্রসর)

বা। খবরদার! গায়ে হাত দিস্ না।

প্যা। (সুরে) চল, বাবুর বাগান কর্‌বে আলো।

(ধরিয়া টানিল)

(মিনির প্রবেশ)

মি। ডাকাত, আমার মাকে ছেড়ে দাও।

প্যা। কালু, মাগীকে ধর্ ত। বিনোদবাবুর হুকুম,– ওকে একদম বাগান-বাড়ীতে নিয়ে ফেল্‌তে হবে।

(কালুর ধরিতে অগ্রসর)

বা। বাছা, তোমাদের ঘরে মা-বোন্ আছে,—তাদের কথা স্মরণ কর।

প্যা। কি রে বাগ্‌দীর পো, এক কথাতেই জল! জান বাছাধন, যার নাম বিনোদ বাবু! একদিকে ধড় একদিকে মাথা রাখ্‌বে!

(বালাকে ধরিয়া কালুর টানাটানি)

মি। ও ডাকাত, তোমার পায়ে পড়ি, মাকে মেরো না, মা যে মরে' যাবে! ও কর কি? মার যে লাগ্‌ছে। ছেড়ে দাও না, আহা ছেড়ে দাও না! মার যে লাগ্‌ছে!

(কালুর হাত কাম্‌ড়াইয়া দিল)

প্যা। ও বাবা, জাত-সাপের পোনা! দিব্বি ফণা ধরেছ!

কিন্তু "কোন বুদ্ধি না থাকিবে ঘরপোড়ার কাছে!" দেখ্, স্বরূপ, তুই লাগ্; কালু ত কালুই! বাঁধ্, মুখ বাঁধ্।

(কালু ও স্বরূপ উভয়ে বালার মুখ বাঁধার চেষ্টা)

মি। মা যে দম্ আট্‌কে মরে' যাবে! ডাকাত, তোমাদের পায়ে পড়ি, মাকে ছেড়ে দাও,—আমার মাকে ছেড়ে দাও।

স্ব। আর তুমি এই এক ঘা খাও।

(লাঠির আঘাত ও মিনির পতন)

বা। পাষণ্ডেরা আমায় মেরে ফ্যাল্,—ও যে দুধের বাছা!

প্যা। চল্, নিয়ে চল্। (বালাকে ধরিয়া টানাটানি)

বা। লজ্জা-নিবারণ, কোথায় তুমি?

('জয় কালী' শব্দে সরল, শম্ভু ও লাঠিয়ালগণের জানালার গরাদে ভাঙ্গিয়া লাঠিহাতে প্রবেশ। উভয় পক্ষের লাঠালাঠি। প্যালারাম ও তাহার অনুচর-গণের পলায়ন)

বা। ঠাকুর পো, সাত জন্ম তোমাদের দাসীত্ব কর্‌লে কি এ ঋণ শোধ যাবে?

স। বৌদি, মিনিকে দেখ। শম্ভু, শীগ্‌গির ডাক্তার নিয়ে আয়। মিনি—মিনি!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুখীর গৃহ

(সুখী ও পরাণ)

সু। আমার পরাণ! পাঁচ পরাণ!

প। আমার সুখ! পরাণের সুখ!

সু। উনুনে জল চড়িয়ে এসেছি; ফুট্‌লে নামিয়ে রং গুলে রাখ্‌বি। আমার নতুন নাগর এখনই ফাগ্‌ খেল্‌তে আস্‌বে। দেখিস্‌, যেন জুড়োতে না পায়! আমাদের এ তপ্ত পীরিত—গায়ে ফোস্কা পড়্‌বে, তবে ত?

প। খান্‌ খান্‌ বাহাদুর তোকে বিশ্বেস করে' যে রকম ঠকেছে, আর ও তোর ফাঁদে পা দিচ্ছে না।

সু। চাঁদ—দেবে না আবার! আমাদের মিট্‌মাট্‌ হ'য়ে গেছে। সেদিন এসে কাঁদ' কাঁদ' সুরে আমায় অনুযোগ—সুখী, তোর মনে এতও ছিল? শেষে লেঠেল দিয়ে বামুনকে মা'র খাওয়ালি?—আমিও চোখের জল ছেড়ে' বল্‌লেম,—তোমার মাথা খাই, আমার কাছ থেকে কথা বেরোয় নি।

প। ভাঙ্গা পীরিত অমনি বুঝি যোড়া লাগ্‌ল?

সু। লাগ্‌বে না? আমার মত ব্যথার ব্যথী তার কে?

প। ওই যে তোর নাদুস্ নুদুস্ রসরাজ হেলেদুলে আস্‌ছে। আমি তপ্ত পীরিতের যোগাড় দেখি গে। (প্রস্থান)

(প্যালারামের প্রবেশ)

সু। তবু ভাগ্যে এসেছ! আমি ভেবেছি, ভুলেই গেছ!

প্যা। (সুরে) সখী, তুয়া কি পাসরা যায়?

দেখ, বিরহের মশা কামড়ে কি দশা,

ভুঁড়িটি থাকে কি যায়!

ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা।

সু। একখানা গেয়েই ফেল না?

প্যা। আলবৎ।

(গীত)

এই খানটায় মেরেছ পাঁচটি বাণ।

তুল্‌তে গেলেও বাজে বুকে, রাখ্‌তে গেলেও ফাটে প্রাণ।

চোখের মিষ্টি দিষ্টি দিয়ে, মরম জখম কর্‌লে প্রিয়ে,

তবেই বাঁচি করাও যদি তোমার অধর-সুধা পান!

সুখী, এইবার তুমি একখানি নেচে নেচে গাও।

সু। (নৃত্য ও গীত)

পাল তুলি আয় ভরা নায়ে

এমন জোয়ার বয়ে' যায়!

কুলের বাঁধন যাবে খুলে

এমন মধু পূর্ণিমায়।

গাইছে নদী কলস্বরে,
প্রাণের মাঝে কেমন করে,
মধুর মধুর বইছে হাওয়া,
বঁধুর পরশ লাগ্‌ছে গায়।
মোদের ছোট তরী খানি,
ধরে শুধু দুটী প্রাণী,
যাব ভেসে নিরুদ্দেশে
পাগল-করা প্রেমের প্রায়।

মহীন্দ্র। (নেপথ্যে) সুখী, বাড়ী আছিস্‌?

সু। মহীন্‌দা আস্‌ছে। তুমি শীগ্‌গির ওই ধানের বেড়টার ভেতর সেঁধোও।

প্যা। ওখানে আমি সেঁধোব কি করে' ?

সু। শীগ্‌গির,—সেঁধোও বল্‌ছি।

(সুখী ধরিয়া ধানের বেড়ের মধ্যে প্যালারামকে ঢুকাইয়া দিয়া দরজা খুলিয়া মহীন্দ্রকে লইয়া আসিল)

ম। তোর বলাই মামা এখন কোথায় থাকে, জানিস্‌?

সু। এখনই তার চিঠি এল, নাও, এতে ঠিকানা আছে। দাদাবাবু, মামাকে কি দরকার ?

ম। তার কাছ থেকে অপূর্ব্বর ঠিকানা জেনে নেবো।

সু। অপূর্ব্ব বাবুর খোঁজ তা হ'লে মামা জানে ?

ম। সে হচ্ছে "যদি"র কথা। ঘটনা বা রটনা ত এই, যে

মিনি খুন হয়েছে, তার শোকে বালা মরেছে, অপূর্ব্ব নিরুদ্দেশ। এখন তবে আসি। (প্রস্থান)

(ধানের বেড় হইতে সুখী প্যালারামকে টানিয়া বাহির করিল)

সু। কেমন লাগ্‌ল, থান্ থান্ বাহাদুর ?

প্যা। একেবারে থান্‌থানই করেছ! যাক্, একটা লাভ হ'ল।

সু। কি ? পীরিতের খোঁচা ?

প্যা। (সুরে) মনে হয় হাতে দিল চন্দা ;

শেষে, বুকে পিঠে খিল ধরে, মরণ অধিক করে,

নাহি বুঝি পীরিতির ধন্ধা।

(প্যালারাম গা চুলকাইতে লাগিল)

সু। শুধু তাই নয়, চুলকণাও হয় দেখ্‌ছি !

প্যা। বৃথা কেন পুছসি মোয় ?

বাহিরে ভিতরে শুধু কুট্‌ কুট্‌ করে বঁধূ,

অনুভবে না বুঝসি তোয়।

সু। ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা,—নয় কি ?

প্যা। এবারে তোতে আমাতে ফাগ্‌ খেলা হোক্।

সু। আমাদের নিয়ম, আগে সখীরা এসে ফাগ্‌ খেলে যায় !

প্যা। ক্যা বাৎ! আমি কেষ্টঠাকুর! তুই মানময়ী রাধে। ললিতা বিশাখার দল না এলে কি দোললীলা জমে! সুখী, এই ত শ্রীবৃন্দাবন রে! এই ত শ্রীবৃন্দাবন! ওই টুকুই হচ্ছে ওর মজা!

(চুণ-কালী ও রং লইয়া বাগ্‌দিনীগণের প্রবেশ, নৃত্যগীত ও প্যালারামকে ব্যতিব্যস্ত করা)

বা-গণ। (গীত)

রং দিয়ে আজ সং সাজাব তোমায় গো!

হো হো হো!

তুমি বড়ই নষ্ট ধেড়ে-কেষ্ট, নারীর প্রাণে মারো ছোঁ।

হো হো হো!

খাও সোণা-হাতের ঠোনা, কাণমলা,

কাঁচাপীরিত গাছের কাঁচকলা,

আজ উল্টো দোলের নাগর-দোলায়

ঘুরাই তোমায় চর্‌র্‌ বোঁ!

হো হো হো!

বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও না কালা,

ফাট্‌বে না ষাট্‌, রসের ওই জালা,

এই ধর বাঁশী, মুচ্‌কি-হাসি,

লাগাও কষে' প্রেমের পোঁ!

হো হো হো!

(সুখীর গরম জলের পিচ্‌কারী মারা)

প্যা। উঃ-হু-হু! গরম জল না কি?

সু। এ তপ্ত পীরিত! তপ্ত পীরিত!

বা-গণ। হোরি হায়! হোরি হায়! (আবার পিচ্‌কারী মারিল)

প্যা। উঃ হু হু! গরম জল! গরম জল! জ্বলে' গেল! জ্বলে' গেল! (প্রস্থান)

বা-গণ। হোরি হ্যায়! হোরি হ্যায়! (প্যালার অনুসরণ)

সু। ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা! হো হো হো ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সরলের অন্তঃপুর

(যোগমায়া, সরল ও রমা)

স। মিনিকে বাঁচাতে পার্‌লেম না, এই দুঃখেই মরে' আছি। শেষকালে উল্টে বিনোদ সেই সোণা-মাকে আমি খুন করেছি বলে' পুলিশে খবর দিয়ে মামলা বাধালে!

যো। দেখ্‌, মহীন্‌ এসে বলে' গেল, তোর নামে ওয়ারিন্‌ বেরিয়েছে!

র। তিনি কিছুকালের মত তোমায় গা-ঢাকা দিতে বল্‌ছেন। ফৌজদারী মামলার প্রথম চোট্‌টা থেমে গেলে আসামীর নাকি সুবিধে হয়।

স। কিন্তু রমা, পালা'ব কিসের জন্যে? তাড়িত পশুর মত প্রাণভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ফির্‌ব কেন? আমি ত নিষ্পাপ।

যো। এই মামলাই আমার কাল হবে।

র। মা, যে দয়াল ঠাকুর সে দিন সতীর সতীত্ব রক্ষা করেছেন, তিনি কি একজন নিরপরাধীকে চক্রীর চক্র থেকে উদ্ধার কর্‌বেন না?

স। অনেক সময় মনে হয়, আমরা যেখানে আছি, সে কি তাঁর রাজ্যের বাইরে? এখানে কি তাঁর রাজদণ্ড নাগাল পায় না? তোমরা বিনোদকে সহজ পাত্র মনে করো না।

র। তাকে চালাচ্ছে ভেতরে ভেতরে আর একজন।

স। রমা, পুরুষের বিদ্বেষ, পুরুষের বিরোধের সঙ্গে লড়্‌তে ডরাই নে, কিন্তু সংসারের অনন্ত-নির্ভর নারী যখন তার করুণাময়ী মূর্ত্তি হারিয়ে আসে, নারী যখন সাপ হয়, সে মায়ের জাতি যখন ছুরী তোলে,—তখন সেই বীভৎস দৃশ্যে বুক ভেঙ্গে পড়ে, হাত পা অবশ হ'য়ে আসে, কি এক প্রকাণ্ড ঘৃণায় হৃদয় দমে' যায়।

(শম্ভুর প্রবেশ)

শ। বাবু, পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করেছে। দারোগা ভেতরে ঢুক্‌তে চাচ্ছিল, আমি বল্‌লেম,—খবরদার! এ ভদ্রলোকের অন্দর। সে বল্‌লে,—যদি সরল বাবুকে হাজির করে' দেওয়া না হয়, তবে অন্দর ঢুকে খানাতল্লাসী কর্‌বার তার হুকুম আছে।

স। বেশ, আমি ত পালাচ্ছি নে। আমি ধরা দেবো।

শ। হুকুম দাও, একবার দেখে নিই।

স। পাগল হয়েছ শম্ভু! মা, আসি তবে। পায়ের ধূলো দাও, সরল মিত্তির তারই জোরে সব ফাঁড়া কাটিয়ে দেবে। রমা!—(রমা অশ্রু মুছিতে লাগিলেন)

যো। হরি দয়াময়! মা কালী, রক্ষা কর।

(সরল ও শম্ভুর প্রস্থান)

রমা, আমার বুকের ভেতর কি জানি কি একটা হচ্ছে, বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! আমার পায়ের নীচে চারদিক্ ঘুর্‌ছে!

র। মা, আপনি ত বলেন, ভাল কাজে দেবতা সহায়!

যো। সে বলেছি, যখন সরল কাছে ছিল। মা, আমার সরল কি চলে' গেল? পুলিশের লোক কি তাকে বেঁধে নিয়ে গেছে?

(সরলের পুনঃ প্রবেশ)

স। মা, আমি খুনী মোকদ্দমায় গ্রেপ্তার হ'য়ে হাজতে চল্‌লেম। শঙ্করের সঙ্গে দেখা হ'ল না; তোমরা তাকে ভুলিয়ে রেখো। রমা, তবে আসি?

(পশ্চাৎ ফিরিয়া ফিরিয়া প্রস্থান ও রমার অশ্রুমোচন)

যো। মা, আমায় ধর; আমার মাথা ঘুর্‌ছে,—বুক শুকিয়ে উঠ্‌ছে,—চারদিক অন্ধকার দেখ্‌ছি! আমার সরল, আমার সরল রে!

র। অমন অধীর হ'লে যে শত্রুর মনস্কামনা পূর্ণ হবে মা! আমাদের যে পাষাণে বুক বেঁধে মামলা চালা'তে হবে! যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ! মা, আপনিই ত বুঝিয়েছেন, বিপদে জ্ঞান হারা'তে নেই।

যো। সে বলেছি, যখন আমার সরল কাছে ছিল। তার সাথে সাথে আমার বুকের বল, প্রাণের তেজ, সব চলে' গেছে! সরল, আমার সরল রে!—

র। মা, একবার তাঁকে ডাক; যিনি পরীক্ষায় ফেলেছেন, তিনিই তা থেকে হাত ধরে' তুল্‌বেন।

যো। এ কি হ'ল আমার! তাঁর নাম যে ভুলে যাচ্ছি,—সরল এসে ভগবানের আসনে বস্‌ছে!

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

বিনোদের কক্ষ

(একদিক দিয়া সৌদামিনী ও অপর দিক দিয়া বিনোদের প্রবেশ)

সৌ। কি খবর?

বি। মার্ দিয়া কেল্লা। সরল মিত্তির দায়রায় সোপরাদ্ হয়েছে।

সৌ। তোমায় বল্‌ব কি, নীরো যে দিন আগুন থেকে বেঁচেছিল, সে দিনও আমার এতটা আহ্লাদ হয় নি।

বি। হুকুম হ'তেই মহীন্ দত্ত মুখটি চুণ করে' কোর্ট থেকে

বেরিয়ে গেল। ও এত বড় পাজী, যে জেলা থেকে উকীল অবধি এনেছিল! জামিনের জন্যে হত্যে দিয়ে পড়্‌ল,—তাও নামঞ্জুর।

সৌ। ওর এত কিসের দরদ?

বি। ওই রকম বিদ্‌ঘুটে স্বভাব! প্যালা সুধীর বাড়ী থেকে লুকিয়ে শুনেছে,—ও নাকি বলাইকে খুঁজে অপূর্ব্বের ঠিকানা নেবে।

সৌ। সে ত নিরুদ্দেশ। আর তাকে পেলেই বা ওদের কি লাভ? তার নিজের মেয়ের চেয়ে ত সরল মিত্তির বেশী নয়!

বি। কি ফন্দী এঁটেছে, কে জানে! প্যালাকে লাগিয়েছি, সে যা হয় কর্‌বে। মহীন্ দত্ত কেমন, তাও একবার দেখে নেবো।

সৌ। আগে আদত শত্তুর ত ফাঁসিকাঠে ঝুলুক্।

বি। ফাঁসির অধিক হ'য়ে যাবে। আরও কতকাল হাজতে পচ্‌তে হবে, ঠিক কি!

সৌ। পচুক্, খুব পচুক্। কিন্তু না,—ফাঁসি চাই,—ফাঁসি চাই।

বি। সেই জন্যেই ত থানায় দিনরাত পড়ে' আছি।

সৌ। দায়রায় তদ্বির কর্‌তে হবে; জোরে—খুব জোরে।

বি। আমি নিজেই জেলায় যাচ্ছি।

সৌ। সঙ্গে বুঝি প্যালা?

বি। এবার সেও ফেলা যাবে না; সে খুনের চাক্ষুষ সাক্ষী।

সৌ। তবে যেন হাতছাড়া না হয়। মামলা জিত্‌লে

আমায় মুক্তোর নেক্‌লেস্‌ দিতে হবে কিন্তু। ঠিক রমার মত,— ঠিক সেই রকম।

বি। নিশ্চয়।

সৌ। নেক্‌লেস্‌ পরে' রমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাব। কোন্‌ দিন, জান ?—যে দিন সরল মিত্তিরের ফাঁসির হুকুম হবে। তোমার মাতৃদেবী 'সরল সরল' বলে' অজ্ঞান হবেন, ধন্না দেবেন, —কিন্তু খবরদার! তাতে ভুলো না।

বি। সে কার হকে ছোঁ মেরেছে, তা কি ভুলেছি? আমায় নীরোর রাস্তা সাফ্‌ কর্‌তেই হবে।

সৌ। নউমীর মোষ হাঁড়িকাটে ফেলে যেমন আস্তে আস্তে গলায় ফাঁস আঁটে, তেমনিধারা শত্তুরকে শেষ কর্‌তে হবে। ইচ্ছা হয়, এতদিন পর তোমায় আচ্ছা করে' ভালবাসি। কিন্তু শেষটা তোমার মাতৃদেবী এ মজার খেল্‌টা ভেস্তে না দেন!

বি। কোন চিন্তা ক'রো না। তুমি বুদ্ধি, আর আমি বল,— এ দুই যখন এক হয়েছে, তখন মা ত মা, স্বর্গে থেকে বাবা নেমে এলেও কিছু কর্‌তে পার্‌ছেন না।

সৌ। চুপ্‌ চুপ্‌! ওই দেখ, নাম কর্‌তে কর্‌তেই—

(বেগে অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অ। বিনো, বিনো, এতটা ত সইবে না! ধর্ম্মের সঙ্গে এমন জোচ্চুরি, ঈশ্বরের সঙ্গে এমন দাগাবাজি—এ ত খাট্‌বে না রে, খাট্‌বে না!

বি। সেই পুরোণো পচা বুলি ধর্‌লে!

অ। দেখ্, তোর ভালর জন্যেই বল্‌ছি, সাপের মুদিত ফণা নিয়ে খেলা করিস্‌নে! ঘুমন্ত বাঘকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগাস্‌নে! ছাই-চাপা আগুন অমন করে' ঘাঁটাস্‌নে! তুই পুড়্‌বি,—তোর ঘর-গেরস্তালী পুড়্‌বে,—এ সোণার সংসার ছার-খার হ'য়ে যাবে!

সৌ। বেশ মা! ছেলের অমঙ্গল ডেকে আন্‌ছেন্!

অ। দেখ বাছা, তোমার কাছে শেষ বয়সে মা-গিরি শিখ্‌তে যাব না!

সৌ। সহ্যেরও সীমা আছে; আগে থেকেই সরি।

(অন্তরালে প্রস্থান)

বি। তুমি আচ্ছা লোক দেখ্‌ছি! সরলমিত্তির আমার বন্ধুর ইজ্জত্ মার্‌তে যাবে, তার মেয়েকে খুন কর্‌বে, আর আমি —সমাজের মাথা—তামাসা দেখ্‌ব, না?

অ। দেখ্ বিনো, এখনও চন্দ্র সূর্য্য তোর প্যালা ফ্যালা ইয়ারের দলে নাম লেখায় নি! এখনও সেই সর্ব্বদর্শীর চোখে ছানি পড়ে নি!

বি। এগুলো কি আরবী?

অ। যা-ই হোক্, তোর অন্তরাত্মা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌ছে। সবই জানি, সবই শুনেছি রে, বিনো!

বি। কি শুনেছ? ও সব শত্রুর গড়া-কথা।

অ। দুনিয়ার মুখ না হয় চাপা দিলি, কিন্তু তাঁকে ভাঁড়াবি কি করে'? সে এখন চুপ করে' শেষ দেখ্‌তে ভরা পূর্ণ হবার

জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছে। তারপর যখন তাঁর কৌমুদকী গদা এসে তোর মাথায় পড়্‌বে, তখন—

বি। তখন সে আমি বুঝ্‌বো! এই যে 'দেবরাজ' 'দেবরাজ' কর,—আজকাল বরং ভূত মানা ফ্যাসান, তবু ওই অদ্ভুত জীবটির অস্তিত্ব কেউ স্বীকার কর্‌তে রাজী নয়। একালে ধাক্কাধাক্কির চোট সাম্‌লে সেকেলে বেচারী কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে, তার খোঁজও নেই। সরল মিত্তির না বড় 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' কর্‌তো!—এখন তুমিই বল না, কার জয় আর কার পরাজয়?

অ। বিনো, সে জয়-পরাজয় যেন আমায় দেখ্‌তে না হয়। বাবা আমার, ভাল করে' ভেবে দেখ্‌, কাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলোতে চাচ্ছিস্‌!—তোর এক রক্ত!—নিজের আধখানা! তুই যে আত্মঘাতী হবি! এক রক্ত—বিনো, এক রক্ত!

(সৌদামিনীর পুনঃ প্রবেশ)

সৌ। মায়ের পেটের দু'ভাইও এক হয় না;—আপনি কোথাকার লতার লতা ধরে' 'একরক্ত, একরক্ত' বলে' চেঁচাচ্ছেন! আর উনি কি করবেন? সরকার বাহাদুর মামলা চালাচ্ছেন।

বি। শুন্‌লে মা? এখন থামো, চেপে যাও।

অ। বাবা বিনো! একটা আঁধার ঘরের মাণিক কেড়ে নিস্‌ নে,—একটা মায়ের বুক খালি করিস্‌ নে,—একজন এয়োতির শাঁখা সিন্দুর ঘুচিয়ে দিস্‌ নে,—একটী দুধের বালকের গলায় কাচা পরাস্‌ নে! এক রক্ত না হোক্‌, একজন মানুষের কাছে মানুষ যা পেতে পারে, সেই বিবেচনা, সেই বিচার তোর কাছে

চাই। আমি তোকে পেটে ধরেছি—ছোটটি বড় করেছি,—সেই মাতৃঋণ শোধা হিসেবে সরলকে আমায় দান কর্। আমি মা হ'য়ে তোর পায়ে পড়্ছি, সরলকে আমায় ভিক্ষে দে।

(পদধারণে উদ্যত)

সৌ। এ সব কি! অমন করে অকল্যাণ কর্বেন না। আমাদের না সেরে সংসার থেকে উনি বিদেয় হচ্ছেন না!

অ। বৌমা, দেরী সইছে না? আমি ত চলেছি। আবার জ্বর এল! স্বর্গীয় দেব, তুমি কোথায়? আমার যে আর বয় না!

(প্রস্থান)

বি। আমি ত যাচ্ছি জেলায়; এ দিক্‌কার ভার তোমার ওপর। ক' দিন থেকে মা'র জ্বর হচ্ছে, ডাক্তার ডাকিয়ো।

সৌ। না গো, না,—তোমার মাকে আমি জলে ভাসিয়ে দেবো। যাক্, কাজের কথা ভুলো না,—এই কিন্তু শেষ ধাক্কা।

বি। সে জন্যে নিশ্চিন্ত থাক। কোন মতে ফস্কা'তে পার্বে না।

সৌ। কিন্তু ফাঁসী চাই,—ফাঁসী চাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

(বাগ্‌দিনীগণের প্রবেশ ও গীত)

বা-গণ। (গীত)

মিঠে ঘাটের মিঠে বাটে
চল্ আনি যাই মিঠে জল।
মিঠে সাঁঝে মিঠে বাজে
ঝুমুর ঝুমুর মিঠে মল।
মিঠে ফুলের মিঠে বায়,
মিঠে কোকিল মিঠে গায়,
মিঠে প্রেমের মিঠে ব্যথা
আকুল করে মরম-তল।

(প্রস্থান)

(সরল, দারোগা ও কনেষ্টবলগণের প্রবেশ)

স। যে দারোগাবাবু এ মামলা চালালেন, তিনি কোথায়, মশায়?

দা। তিনি এখন ছুটীতে।

স। এ যে আমাদের গাঁয়ের পথ! জেলায় যেতে অনেকটা ঘুরো হবে।

দা। একটু বেশীক্ষণই না হয় খোলা বাতাসে থাক্‌লেন! এখানে একটু বিশ্রাম করুন।

স। হাজতই আমার বিশ্রামের জায়গা।

দা। আপনি দেখ্‌ছি সমাজ স্বজন সকলের ওপর অভিমান করে' বসে' আছেন!

স। দারোগাবাবু, আমি খুনী আসামী; আমায় হাতকড়ি লাগা'তে হুকুম দিন্।

দা। আপনি ভদ্রলোক,—একদিন বড়লোকও ছিলেন। পরের দাসত্ব কর্‌লেও বিবেক রাখা যায়।

(প্যালারাম ও বিনোদের প্রবেশ)

প্যা। বলি, সেজেগুজে কি শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হচ্ছে? "শ্বশুরবাড়ী, মথুরাপুরী"—

বি। "যদি দিন দুই চারি।" এ যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত!

স। দারোগাবাবু, দোহাই আপনার! অনুমতি দিন্, আমি এ দুটো জানোয়ারকে দেখে নিই।

প্যা। যঃ পলায়তি, স জীবতি।

(বেগে প্রস্থান)

দা। দেখুন বিনোদবাবু, চোর ডাকাত বদ্‌মাস্ নিয়েই জীবনটা কাটালেম, কিন্তু আপনার মত একটি— যাক্, ভাল চান্ ত মানে মানে সরে' পড়ুন।

বি। তা যাচ্ছি; কিন্তু দেখ্‌বেন, আমার দাদার যেন কোন ক্লেশ না হয়। (প্রস্থান)

স। হা পাষাণি, তোর খাঁড়ার ধার কি এতই ক্ষয়ে' গেছে যে এক কোপে না সেরে এমনি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শেষ কর্‌ছিস্ ?

দা। কাঁদ্‌বেন না সরলবাবু, কাঁদ্‌বার এখনই কি হয়েছে ?

স। আর বেশী কি হবে ? আমি এখন মরিয়া,—আমায় আর কি ভয় দেখাচ্ছেন ?

(গাহিতে গাহিতে মহীন্দ্রের প্রবেশ)

ম। (গীত)

এই কি ছিল মা তোর মনে ?
পাপের বাজী জিতিয়ে দিলি, পুণ্য গেল কেঁদে বনে !
বুঝ্‌লেম বিশ্ব ধোঁকার টাটি,
তুমি একটি গড়া-মাটী,
কাছ দিয়ে আর ঘেঁস্‌ব না মা,
প্রণাম তোমার শ্রীচরণে।
দিলে শিক্ষা নগদ-ছগদ্,
মুছে দিলে আলোর জগৎ,
এবার পাতাল-স্রোতে দেবো সাঁতার,
ঘোর আঁধারের অন্বেষণে।

স। এখানে এ সময়ে তুমি মহীন্ দা !

ম। এই ত সুন্দর সময় ! এমন চমৎকার সুযোগ কি ঘটে ভাই ?

স। আমি খুনী, তোমায় স্পর্শ কর্‌বো না। যদি প্রাণ দিয়ে পা ছোঁয়া যায়, তবে সে প্রণাম তুমি অনেকক্ষণ পেয়েছ।

ম। আশীর্ব্বাদ করি, বিপদ্‌মুক্ত হও।

স। আর মুক্তি চাই না। পুত্রপাগলিনী মা রইল, পতি-বিরহিণী স্ত্রী রইল, পিতৃহীন শিশু রইল,—তাদের দেখো মহীন্ দা!

ম। আমিও যে চলেছি ভাই।

স। তুমি কোথা যাবে মহীন্ দা?

ম। তোমার উদ্ধারে।

স। খবরদার, ভাই, এ অভাগার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে আর জড়িয়ো না।

ম। আমায় পাথেয় সংগ্রহ কর্‌তে হবে, সরল, পাথেয় সংগ্রহ কর্‌তে হবে। (বেগে প্রস্থান)

স। মহীন্ দা, দেবতা, ফেরো—ফেরো। (গমনোদ্যত)

দা। কোথা যাচ্ছেন, সরলবাবু?

স। পালাব' না মশায়, ভয় নেই।

দা। ভর্‌সাই বা কি? তাই একটুখানি বন্ধন-যাতনা দিতে চাই।

স। আমি ত বরাবরই বল্‌ছি, আমায় হাতকড়ি লাগান।

দা। তবে প্রস্তুত হোন্।

(শম্ভু ও শঙ্করকে ইঙ্গিতে ডাকিলেন)

(শম্ভু ও শঙ্করের প্রবেশ)

শং। বাবা! বাবা! (সরলকে জড়াইয়া ধরিল)

স। শঙ্কর! শঙ্কর!

দা। আপনি হাতকড়ির জন্য ব্যস্ত হচ্ছিলেন সরলবাবু, তাতে কি এমন বাঁধনটি আঁটে? বাহুপাশের দৃঢ়তা কি লৌহশৃঙ্খলে আছে? এ যে মহামায়ার বন্ধন!

শ। ইনিই আমাদের খবর দিয়ে এখানে এনেছেন।

স। তা বুঝেছি। আমি এমন মহত্ত্ব কখনও মানুষের মধ্যে দেখি নি!

দা। কি যে বলেন! এখন বাঁধন ছিঁড়ে চলুন।

স। শঙ্কর, আমায় যেতে দে বাবা!

শং। আমি কিছুতেই তোমায় ছাড়্‌বো না।

দা। শঙ্কর, আমার কথা তুমি মানো?

শং। আপনি যা বল্‌বেন, শুন্‌বো।

দা। তোমার বাবাকে যেতে দাও।

শং। দারোগাবাবু, আপনি তবে বলুন, বাবা ছুটী পাবেন?

দা। শোন বাবা, জীবনে কখনও মিথ্যে বলি নি; অন্যায় কাজে যাই নি। সংসারে যদি সুবিচার থাকে, তোমার বাবা খালাস হ'য়ে আস্‌বেন।

শ। দারোগাবাবু, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক্।

স। তবে আসি, শঙ্কর?

শং। (ছাড়িয়া দিয়া) এস বাবা।

(চক্ষু মুছিতে মুছিতে একদিক দিয়া সরল ও দারোগা ও কন্‌ষ্টেবল্‌গণ এবং অপর দিক দিয়া শঙ্কর ও শম্ভুর প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

সৌদামিনীর কক্ষ-সম্মুখ

(সৌদামিনী)

(রমার প্রবেশ)

সৌ। এখানে কি মত্‌লবে ?

র। বড়মার নাকি খুব অসুখ, তাঁকে একবার দেখে যেতে চাই।

সৌ। কিছু আদায় কর্‌তে পার কিনা, তাই দেখ্‌বে? "নয়ানদীঘী" নিয়ে বুঝি আশ মেটে নি ?

র। তোমাদের বিষয় আমরা নেবো কেন ? বড়মাকে বলে'ই দিয়েছি,—তাঁর দান মাথায় রইল, আমরা গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ব না। না খেয়ে মরি, সেও ভাল।

সৌ। সে জন্যে ভাব্‌তে হবে না। শীগ্‌গিরই খরচ কম্‌ছে ; তোমরা শাশুড়ী-বৌতে এক পাকেই হবিষ্যি রেঁধে খাবে।

র। আহা, বল্‌ সদু, আবার বল্‌ ; কণ্ঠে নির্ম্মমতা, বচনে তীব্র জ্বালা—বল্‌, আবার বল্‌ ; শতবার—সহস্রবার ! ও ত বিষ নয়,—ও যে অমৃত ! আমার স্বামীর পরমায়ু বেড়ে যাক্‌। সাধুর আশীর্ব্বাদে যা না হয়, হিংসুকের অভিশাপে তার চতুর্গুণ ফল ফলে !

সৌ। অ্যাঁ ! শত্তুর, আমার বাড়ী ঝগড়া কর্‌তে এসেছিস্‌ ?

বেরো মাগী, শীগ্‌গির বেরিয়ে যা ; নইলে রাইকে দিয়ে তোকে খ্যাংরা মেরে তাড়াব।

র। বোন্, চোখের জল সাম্‌লে নিয়ে চলে' যাচ্ছি।—ষাট্, ছেলেপুলের বাড়ী। মা অন্তর্যামিনী, যদি আমিই সইতে পেরে থাকি, তোর অত বড় মাতৃহৃদয়ে কি সেটুকু ধৈর্য্যের জায়গা হবে না? (প্রস্থান)

(শঙ্করের প্রবেশ)

শং। কাকীমা, ঠাকু'মার বড্ড অসুখ। সেবারের ফী বাকী ছিল বলে' ডাক্তার এল না। যদি তোমাদের ডাক্তারকে একবার বলে' দাও! মা চক্ষুলজ্জায় তোমায় এ কথা বল্‌তে পারে নি।

সৌ।' আমাদের বাড়ীর অসুখ বুঝি কেউ চোখের মাথা খেয়ে দেখে না!

শং। তোমাদের কি কাকীমা! তোমরা ইচ্ছা কর্‌লে দশটা ডাক্তার বাড়ীতে বসিয়ে রাখ্‌তে পার।

সৌ। মা গেলেন, আবার ছা এলেন জ্বালা'তে!

শং। কাকীমা, নীরোর মত আমিও ত তোমার এক ছেলে! আমায় দেখে কি তোমার মায়া হয় না? তোমার দুটী পায়ে পড়ি কাকীমা, একটীবার ডাক্তার শুধু দেখে আস্‌বে।

সৌ। যা যা, বাড়ী যা। আমার নাম করে' তোর মাকে বলিস্,—ডাক্তার না মিলেছে ভালই, খরচ আরও কম্‌বে।

শং। হায়, হায়! আমার ঠাকু'মা অচিকিৎসায় মারা গেল!

(কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

(টলিতে টলিতে অন্নপূর্ণার প্রবেশ)

অ। শঙ্করের গলা শুন্‌লেম না!

সৌ। স্বপন দেখেছেন, না প্রলাপ বক্‌ছেন? উঠে এলেন যে! এর নাম কি অসুখ?

অ। সব ঢং। খুব ওষুধ খাওয়াও।—খুব জল খাওয়াও। ঝাঁঝাল আরকে প্রাণটা যদি জ্বলে, তাই শিশি জলে ভর্‌তি! তাতে দাগ কাটা আছে ত? ঘড়ী দেখে' পেয়ালায় মেপে খাওয়ানো ত হচ্ছে! আমিও তাই চাই,—ঠাণ্ডা দাওয়াই খেয়ে ঠাণ্ডা হ'তে চাই।

সৌ। এ সব কথার মানে?

অ। তোমার অন্তর্যামী জানে। ডাক্তার ডাকাও, লোক্ জানাও—খুব চিকিৎসা হচ্ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জাঁকাল শুশ্রূষা চলুক।—কে বুঝ্‌বে? কিন্তু একজন যে টের পাবে! তার ত ঘুম নেই।

সৌ। বাপ্‌রে বাপ্! উনি বেশ! বুড়ো রোগা মাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে পার!

অ। বৌ, সেধে বোঝা ঘাড়ে করেছ। শাশুড়ীর ঋণ ভাল করে'ই শুধ্‌ছ! এ দায় নামাবার জন্যে রাতদিন কি বেগারই খাটছ! বোঝা হাল্‌কা হ'ল বলে'! যেদিন নীরোকে আমার কাছ থেকে সরিয়েছ, সেই থেকে আদত সেবা আরম্ভ হয়েছে! একবার তাকে দেখাবি নে?—শুধু এক্‌টিবার! পাষাণি, নিদয় হোস্ নে। নীরো,—আমার নীরো!

সৌ। আপনি নাম ধরে' চেঁচাচ্ছেন!—দুধের ছেলে ঘাব্‌ড়ে' যাবে যে! ও এসে এ চেহারা দেখ্‌লে চম্‌কে মারাই যাবে!

অ। হা হা হা। 'বৌ, তুই ন' বছরের খুকীটি এসেছিলি, আমি ছোটটি বড় করেছি! আমার মেয়ে হয় নি, তোকে মেয়ের অধিক করেছিলেম!

সৌ। অমন সবাই করে। তার জন্যে অত খোঁটা কেন?

অ। বৌ, তোর সব অপরাধ মাফ্‌ করব, তোকে শাদা মনে আশীর্ব্বাদ করে' মর্‌ব,—একবার আমার নীরোকে এনে দে। আমি তাকে দেখেই চোখ বুজ্‌বো,—আর তোদের জ্বালাব না।

(নীরদের প্রবেশ)

নী। মা বলে,—তুমি ডাইনী বুড়ী; তোমার কাছে যেতে নেই।

অ। এস, দাদা এস।

নী। শঙ্করকে বিষয় দিয়েছ, তাকে ডাক,—আমায় কেন?

অ। লক্ষ্মী দাদা, তুই ত অমন ছিলি নে!

নী। আর আদরে কাজ নেই। ডাইনীবুড়ী, দাঁতকপাটী লেগে মরে' ভূত হও। আমাদের জ্বালাও কেন?

(প্রস্থান)

অ। হা হা হা বৌ, এইবার বড় দাগাটা দিয়েছ! (বসিয়া পড়িলেন) এইবার এইখানটায় শক্তিশেল হেনেছ! আমার অন্ধের

নড়িটী দিয়ে আমারই বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে দিয়েছ! আমার কল্‌জে জ্বলে' আঙ্গার হয়েছে! কোথায় তুমি?—কোথায়—

(মৃত্যু)

সৌ। (নাড়া দিয়া) অ্যাঁ! হ'য়ে গেল! যাও, সেখানে তোমার সরল মিত্তিরকে বিষয় দাও গে। সেও ত পেছন পেছন গিয়েই জুট্‌ছে! হা হা হা।—ও কে? আমার শ্বশুর না? হাঁ, তাই ত! কি ভীষণ অগ্নিমূর্ত্তি! আমি তোমার স্ত্রীকে মারি নি! —আমি নয়! বিশ্বাস হচ্ছে না? তাই নিশ্বাসে আগুনের ঝড় বইছে!—ঠোঁটে অভিশাপের প্রলয়-জ্বালা থর থর কাঁপ্‌ছে! চোখ দিয়ে কালানলের ফুল্‌কি ছুট্‌ছে! কোথা যাই!—কোথায় পালাই! আগুন! আগুন! আগুন! না, না—অমন করে' চেয়ো না! অন্ধ হ'লেম—উহু, অন্ধ হ'লেম! সরে' যাও, প্রেতাত্মা, সরে' যাও!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রেলওয়ে লাইনের সম্মুখ

(প্যালারাম ও স্বরূপ)

প্যা। স্বরূপ, রেল লাইনের ওপরে যে কারসাজীটা করে' রাখা গেল, বাষ্পরথের সারথী মহাশয়ের দিব্য চক্ষু থাক্‌লেও এ ভরা-বর্ষার অন্ধকারে তা ধর্‌তে পার্‌তেন না। অতএব বুঝ্‌লে কি না--বাদের ওস্তাদ মহীন্দ্র দত্ত সরল মিত্তিরের সাফাই সাক্ষীদের নিয়ে ৺কাশীধাম থেকে যে ট্রেণখানায় সওয়ার হ'য়ে আস্‌ছেন, তা লাইন থেকে ধপাস্‌! আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শিবত্ব প্রাপ্তি। ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা।

স্ব। দাদাঠাকুর, ছোটবাবুকে বাহাদুর বল্‌তে হবে! ওদের খবর কি করে' যোগাড় কর্‌লে?

প্যা আর প্যালা বুঝি ফ্যালা? আমরা কি করে' খবর পেলেম, শুন্‌বি? সরল মিত্তিরের উকীলের কাছে মহীন্দ্র দত্ত যে 'তার' করেছিল, মুহুরীকে হাত করে' তা হস্তগত করা গেল। উকীল বাবুর নাম দিয়ে—সরল মিত্তির খালাস হয়েছে—এই ডাহা মিছে জবাবও 'তারে' পাঠানো গেছিল। কিন্তু মহীন্দ্র দত্ত শেয়ানের সর্দ্দার। তা না মেনে সাক্ষীদের নিয়ে ট্রেণে উঠে ফের 'তার' করেছিল। সে 'তার'ও মুহুরীর কৃপায় আমাদের হাতে পড়েছিল।

স্ব। দাদাঠাকুর, আমাদের রেল লাইনের কারসাজীটা কোন বেটা বেরসিক এসে হঠাৎ ধরে' না ফেলে!

প্যা। তুইও যেমন! দুই এষ্টেশানের মাঝ জায়গা, কাছে বসতি নেই, দুইদিকে দুই প্রকাণ্ড নদী। একে অমাবস্যা, তাতে শ্রাবণের ধারা। কাজেই আমাদের ফাঁদে চাঁদকে পা দিতেই হবে। ধরে' নে—বাবুর শত্রুর দল যদি প্রাণে প্রাণে বেঁচেও যায়, তবু এই রাত্রে নদী পার হয় কার সাধ্য? এ দিক দিয়েও নৌকো পাবে না। সুতরাং এষ্টেশানে গিয়ে অন্য ট্রেণ ধরে' কাল কাছারীর পূর্ব্বে জেলায় যাবেন, সে পথ বন্ধ। হাকিম কাল প্রথম কাছারীতেই রায় দেবে, সুতরাং সরল মিত্তিরের ফাঁসী নির্ঘাত। যদি বল আপীল হবে,—হোক্ না। যদি সত্যি সত্যি মিনি যমের বাড়ী থেকে ফিরেও এসে থাকে, তাকে ঠিক সময় দোসরা বার সেখানে পাঠা'তে বিনোদ বাবুর একটুও আট্‌কাবে না। (নেপথ্যে বংশীধ্বনি) ওই রে! ট্রেণ আস্‌ছে। চল্ এষ্টেশানে। পরের ট্রেণখানা ধরে' জেলায় যেতে হবে। সরল মিত্তিরের ফাঁসীর হুকুমটা নিজের কাণে শুন্‌তে হবে। (উভয়ের প্রস্থান)

(ট্রেণখানা আসিয়া derail হইয়া পড়িয়া গেল। যাত্রীগণের কোলাহল। মহীন্দ্র ও অপূর্ব্ব গাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল)

ম। দেখ্‌লে অপূর্ব্ব, রাশির ফের! ট্রেণখানা derail হ'য়ে পড়ে' গেল! চল মেয়েদের গাড়ীর দিকে।

অ। আমি ওদের দেখ্‌ছি মহীন্‌দা; তুমি দেখ, এখান থেকে ষ্টেশন কত দূর! (প্রস্থান)

(শম্ভুর প্রবেশ)

ম। এ কি শম্ভু! তুমি এখানে?

শ। যদি আর একটু আগে এসে পৌছতে পার্‌তেম, তবে কি প্যালা ঠাকুর এ কাণ্ড ঘটা'তে পারে?

ম। সে কি! গাড়ী তবে সে-ই—

শ। তবে আবার কে বাবু? প্যালা জেলা থেকে রাতারাতি বাড়ী এসে বিনোদ বাবুর ষোল দাঁড়ের ছিপ নিয়ে স্বরূপকে সঙ্গে করে' আমাদের কি একটা বিপদ ঘটা'তে যাচ্ছে। পরাণের মুখে খবর পেয়ে আমিও একখানা ছিপ যোগাড় করে' পেছনে পেছনে ছুটে' এসেছি। কিন্তু এমন একটা কাণ্ড ঘটা'বে, তা মনেও আসে নি! যাক্,—শুন্‌লেম, কাল প্রথম কাছারীতেই হাকিম রায় দেবে।

ম। বলিস্ কি! সর্ব্বনাশ! এখনই ষ্টেশনে গিয়ে আর একটা ট্রেণ ধর্‌তে হবে। অপূর্ব্বের অদৃষ্টেই বা কি হ'ল, দেখি গে।

(অপূর্ব্বের পুনঃপ্রবেশ)

অ। ওরা ভালই আছে মহীন্ দা। গার্ডের কাছে খবর নিয়ে জান্‌লেম, নদী পার না হ'লে ষ্টেশনে যাবার কোনও উপায় নেই।

শ। এস আমার ছিপে। আর দেরী ক'রো না বাবু।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্নপূর্ণার কক্ষ

(সৌদামিনী, ডাক্তার ও রাই)

সৌ। (পাগলের বেশে) খুব ওষুধ খাও! ডাক্তার ডাক্‌ব, লোক জানাব—চিকিৎসা হচ্ছে! মনের কথা কেউ ধর্‌তে পার্‌বে না।—যদি কেউ পারে, তার মুখ সেলাই করে' দেবো,—তার চোখ গেলে দেবো!

ডা। রাই, কতদিন থেকে এ রকম চল্‌ছে?

রা। যেদিন বুড়োঠাক্‌রুণ গত হয়েছেন।

ডা। মা, এই ওষুধটা খেতে হবে।

সৌ। হা হা হা! ওষুধ?—দাও, ঠাণ্ডা দাওয়াই দাও; খেয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকি।

(ডাক্তার ঔষধ দিলেন, কিন্তু সৌদামিনী উহা লইয়া দেওয়ালে ছুড়িয়া মারিলেন)

কিন্তু ওই দেয়াল যে সব দেখে ফেলেছে,—সব শুনে নিয়েছে! ডাক্তার, ডাক্তার, আগে দেয়ালকে ঠাণ্ডা কর। (কাণ পাতিয়া) ওই যে সাড়া দিচ্ছে—ধুক্ ধুক্ শোনা যাচ্ছে! ডাক্তার, ডাক্তার, হা হা হা! তোমার আরকে ধক্ নেই, তেতোতে জহর নেই।

রা। ডাক্তার বাবু, মা কি ভাল হবেন না?

ডা। হবেন, কিন্তু এখানে নয়।

রা। তবে কোথায় ?

ডা। যেখান থেকে কেউ আর ফেরে না।

রা। এ রোগের কি ওষুধ নেই ?

ডা। আমার তবিল ত শূন্য; তবে একজন এর ওষুধ জানে।

রা। সে কোথায় ?

ডা। (ঊর্দ্ধে দেখাইয়া) ওইখানে। (প্রস্থান)

রা। মা, তুমি মন ঠিক করে' সেরে ওঠ।

সৌ। চুপ্ চুপ্! একজন যে সব ধরে' ফেলেছে! সে ত আপোষের লোক নয়! সে ত ঘুসে ভোলে না!

রা। মা, ডাক্তার বাবুকে আবার ডাকি ?

সৌ। থাম্ ডাইনী। ডাক্তার কি করবে ? তার তবিল খালি। তার দাওয়াইয়ের তোড় নেই। নইলে ওই দেয়াল এখনও দাঁড়িয়ে আমায় চোখ্ রাঙ্গায় ? ও শত্তুর যে সব দেখে ফেলেছে—সব শুনে' নিয়েছে—সব লিখে রেখেছে! আন্,—কল্‌সী কল্‌সী জল আন্, পুকুর ছেঁচে দেয়ালে ঢাল্, দম্‌কল লাগিয়ে নদী শুষে' দেয়ালে মার্! কালী উঠ্‌ছে!—হা হা হা, বেশ—বেশ! (হৃদয় দেখাইয়া) কিন্তু এখানকার লেখা মুছ্‌ব কিসে ?—এ যক্ষি কালী ধু'য়ে যাবে কি করে' ? যা,—সাগর ছেঁচে নিয়ে আয়! আকাশে পাতালে যেখানে যত জল আছে, তা এনে রগ্‌ড়ে' রগ্‌ড়ে' ধো! কি! দাগ উঠ্‌ছে না ? তবে দে রাক্ষসী, বুক চিরে রক্ত দে! কালী লাল হ'য়ে যাক্!

রা। ওমা!　　(বেগে প্রস্থান)

সৌ। কৈ—ঠাণ্ডি দাওয়াই কৈ? (ছুরী খুঁজিয়া বাহির করিয়া) এই ত পেয়েছি!—আদত ঠাণ্ডাই! এইবার ঠাণ্ডা হই।

(আত্মহত্যায় উদ্যত; রমার প্রবেশ ও ছুরী কাড়িয়া লওয়া)

কে তুই শয়তানী, আমার ঠাণ্ডা দাওয়াই কেড়ে নিলি? (ছুরী ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা) দে, ফিরে দে!—উঃ! বড় জ্বালা!—বড় জ্বালা!　　(পতনোদ্যত)

র। (সৌদামিনীকে ধরিয়া) সত্ন, দিদি আমার! আজ আমার সবটুকু স্নেহ তোর জন্য উন্মুক্ত করে' দিচ্ছি। আয় বোন্, তোর সকল জ্বালা (বুকে জড়াইয়া) এইখানে ঢেলে দে!

(রমার স্কন্ধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সৌদামিনীর প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

জেলার সেসন্সকোর্ট

(সরল, দারোগা, আদালতের কর্ম্মচারীগণ ও কনেষ্টবলগণ)

দা। সরল বাবু, আপনার বিরুদ্ধে জাজ্জ্বল্যমান খুন প্রমাণ হয়েছে! জজ সাহেব এসেই রায় দেবেন।—আর আপনি দিব্যি হাস্‌ছেন!

স। কেন হাস্‌ব না? আজ যে আমার বেজায় ফূর্ত্তির দিন। দারোগা বাবু, এই লম্পট শিশুহন্তাকে 'আপনি' বলে'

আর কেন লজ্জা দেন ? তার সঙ্গে ঘৃণিত আসামীর মত ব্যবহার কর্‌বেন।

দা। এই চাকরীর বয়সে অনেক অপরাধী ঘেঁটেছি। আপনাকে আমি কিছুতেই সে দলে টান্‌তে পারি না। আপনার আত্মীয়েরা আপীল কর্‌বেন নিশ্চিত ; আপনি যে খালাস পাবেন, তাতেও কোন সন্দেহ নাই। নইলে আমার চাকরীও এই পর্য্যন্ত।

স। আমার যারা আপনার, তারা খেতেই পায় না, আপীলের খরচা চালাবে কোত্থেকে ! নিদানের বন্ধু মহীন্‌দা !—তিনি যখন এ দুর্ভাগার সঙ্গে জড়িয়েছেন, তাঁর যে কি হ'ল, তারই বা ঠিক কি ? নইলে এ সময় তিনি আসেন না !

দা। বেশ,—আমার যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাতে আপীলের খরচা কুলোবে। আমি ত বড় গলায় বল্‌ছি,—"আয় মা, সাধন-সমরে ; দেখি মা হারে কি পুত্র হারে !"

স। দেবতা, শেষ সময়ে আমায় এ কি ছলনা কর্‌তে এলে ! আমায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে মর্‌তে দাও।

(বিনোদ ও প্যালারামের প্রবেশ)

প্যা। সরল বাবু, আপনার নিদানের বন্ধু মহীন্‌দা কোথায় চম্পট দিলেন ?

বি। দাদা, বৌদি জ্যাঠাইমাকে কি বল্‌ব, বলে' যাও।

দা। বিনোদ বাবু, এটা গেলাসের মজলিস্‌ নয়,—আদালত !

(জজের প্রবেশ ও রায় পাঠ আরম্ভ)

জ। Agreeing with the verdict of the Jury, I find Saral Chandra Mitra, the accused——

(বেগে মহীন্দ্র, অপূর্ব্ব, বালা ও মিনির প্রবেশ)

মি। জজ্ সাহেব! জজ্ সাহেব!

কনেষ্টবল। চোপ্! চোপ্।

জ। তুমি কে?

মি। আমি মিনি। আমি মরি নি।

দা। জয় মা!

জ। তুমি মিনি!

অ। আমার মেয়ে। একে সরল মিত্তির খুন করেছে' বলে' এই মিথ্যে মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়েছে।

জ। আপনার নাম অপূর্ব্ব চট্টোপাধ্যায়?

অ। আজ্ঞে হাঁ।

ম। (মিনিকে) বল মা, তোমার যা বল্‌বার বল।

মি। সরল কাকা আমায় ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। সে আমায় মার্‌বে কেন?

(বিনোদ ও প্যালারাম প্রস্থানোদ্যত)

দা। ওই দেখুন হুজুর, বিনোদ বাবু আর আমাদের প্রধান সাক্ষী প্যালারাম পালাচ্ছে।

জ। তোমরা খবরদার, এক পা ন'ড়ো না। প্যালারাম, বল,—এই মিনি কি না?

প্যা। আজ্ঞে—আজ্ঞে—সেই রকমই ত—

জ। বিনোদ, এই কি মিনি ?

বি। আজ্ঞে হাঁ। হুজুর, এই প্যালারামেরই সব কাণ্ড। মিছে খবর দিয়ে এই বিভ্রাট ঘটিয়েছে।

প্যা। (ক্রন্দন করিয়া) বিনোদ বাবু, আপনার মনে শেষে এই ছিল! আমি না আপনার প্রাণের ইয়ার!

বি। হুজুর, সরল বিশ্বাসে সরকার পক্ষের সাহায্য করেছি।

জ। সে ত দেখাই যাচ্ছে!

ম। বৌমা, তোমার যা বল্‌বার বল।

বা। হুজুর, আমার স্বামীর অনুপস্থিতিতে বিনোদ বাবু আমার সর্ব্বনাশের মতলবে আমায় ধরে' নিতে লেঠেল পাঠান। সরল ঠাকুরপো আমায় উদ্ধার করেন। মিনি দুর্ব্বৃত্তগণের লাঠির আঘাতে পড়ে' যায়,—আমি তাকে মৃত জ্ঞানে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি। জ্ঞান হ'লে দেখি,—মিনি আর আমার স্বামী আমার দু'দিকে বসে'।

অ। আমার প্রাণের বন্ধু বিনোদের ভয়ে আমি এদের নিয়ে সেই রাত্রেই কাশী পালাই। আমার বিশ্বাসী চাকর বলাইকে দিয়ে রটনা করাই—মিনি খুন হয়েছে, বালা মরেছে, আর আমি নিরুদ্দেশ।

জ। চমৎকার বন্ধু করেছিলেন অপূর্ব্ব বাবু!

দা। হুজুর, তার ইয়ার প্যালারাম আরও চমৎকার! সে একটি মরা মেয়ের লাস সেনাক্ত করে' আমার পূর্ব্ববর্ত্তীকে এম্‌নি

ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল, যে তিনি বিশ্বাস কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন,—সরল বাবু প্রকৃত অপরাধী।

বি। হুজুর, এই মোকদ্দমার জন্য আমি নিঃস্বার্থভাবে কি খেটেছি, তা সেই দারোগা বাবু দেখেছেন!

জ। বিনোদ, আমি বুঝেছি সবই। কিন্তু মানুষের তৈরী আইনে তোমায় ধরা যাচ্ছে না,—এই দুঃখ। প্যালারামের বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্যের অভিযোগ আন্‌তে আদেশ দিচ্ছি। ওকে হাজতে নিয়ে যাও। সরল বাবু, আপনি বে-কসুর খালাস।

(জজ ও কাছারীর অন্যান্যের প্রস্থান)

(কনেষ্টবলগণ প্যালারামকে ধরিল)

প্যা। অ্যাঁ, শেষে আমার কপালে এই ছিল!

দা। ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা।

(প্যালারামকে ধরিয়া লইয়া কনেষ্টবলগণের প্রস্থান)

স। এ কি স্বপ্ন,—না যাদু!

দা। সব মায়ের খেলা।

স। মহীন্ দা, ইনি কি দেবতা! (পদধূলি লইতে উদ্যত)

দা। (বাধাদিয়া) ছিঃ, ও কি কর্‌ছেন! সুখে থাকুন। এখন আসি। (প্রস্থান)

ম। চল সরল, বাড়ী চল।

স। মিনি, আমি তোকে খুন করেছিলেম,—না? অপূর্ব্ব দা, বৌদি, আমার মিনি-মাকে ফিরে দিয়ে যা খুসী করেছ, আমার

প্রাণ দান দিয়েও তা কর্‌তে পার নি! এখন চল, তোমরা আমার বাড়ী চল।

অ। তা যাব বৈ কি! কাশীতে জিনিষপত্র ফেলে রেলে ছুটে আস্‌ছি! আমাদের আজ্‌কেই সেখানে ফির্‌তে হবে! তুমি আর অপেক্ষা ক'রো না,—বাড়ীতে নিশ্চয়ই সব ব্যস্ত হ'য়ে আছে। আমরা শীগ্‌গিরই আবার দেশে ফির্‌ছি।

স। আমি নিজে গিয়ে তোমাদের নিয়ে আস্‌বো।

(অপূর্ব্ব, বালা ও মিনির প্রস্থান)

ম। সরল, বাড়ীতে কি হ'ল, কে জানে! (ঘড়ি খুলিয়া) মোটর ছাড়্‌তে আর দেরী নাই,—চল, চল।

স। যাচ্ছি মহীন্ দা। কিন্তু তোমার ঋণ—

ম। দিন যে যায়!—আমায় পাথেয় সংগ্রহ কর্‌তে হবে দাদা, পাথেয় সংগ্রহ কর্‌তে হবে। এখন চল।

(দারোগার পুনঃপ্রবেশ)

দা। কোথা যাচ্ছেন? শুনুন মশায়।—আমি একটু মিষ্টি নিয়ে মোটারে আপনাদের দিতে চলেছি, এমন সময় বাস্ মোটার খানা বিনোদকে নিয়ে সাঁ করে' আমার সাম্‌নে দিয়ে বেরিয়ে গেল; অথচ এখনও আধ ঘণ্টা টাইম্ রয়েছে!

ম। বিনোদ নিশ্চয়ই ঘুষ দিয়ে এ কাণ্ড ঘটিয়েছে!

স। এখন উপায়?

দা। সে জন্যে ভাবনা করতে হবে না। আমি তিন আড্ডায় তিনটে লোক পাঠিয়ে আস্‌ছি। ভাড়াটে গাড়ীর যোগাড় হবেই।

ততক্ষণ এ গরীবের বাসায় পায়ের ধূলো দিতে হচ্ছে। দুটো ডাল-ভাতের আয়োজন করেছি।

স। দারোগা বাবু, দেবতা বল্‌লেও আপনাকে ছোট করা হয়!

দা। আবার কটু-কাটব্য আরম্ভ করলেন! বাইরে আমি পরের চাকর, অন্তরে আমি আমার প্রভু।—এ জ্ঞানটুকু মানুষ মাত্রেরই থাকা উচিত। এখন আসুন।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

পথ

(দুইজন কনেষ্টবল প্যালারামকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে)

প্যা। দোহাই তোমাদের, আমায় রক্ষে কর।

১ম ক। চল্‌ রে চল্‌।

২য় ক। শশুর্‌কা ঘর্‌মে যাতা হ্যায়—চল্‌, চল্‌।

(একদল বালকের প্রবেশ)

বালকগণ। (হাততালি দিয়া ছড়া)

প্যালা,—প্যালা,—প্যালা!
নষ্টের একটী গুরু ঠাকুর, শয়তানের খাস-চেলা!
যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল,—বোঝ এই বেলা!

ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা। হো হো হো!
ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা, ওইটুকুই হচ্ছে ওর মজা।

(কনেষ্টবলগণ সহ প্যালারাম ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালকগণের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

সরলের গৃহ সম্মুখ

(পরাণ)

প। হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ! বাড়ীতে ব্যাটাছেলে কেউ নেই! শম্ভু কাকা সেই যে নৌকো নিয়ে প্যালাঠাকুরের পেছু পেছু ছুটে গেছে, আর তার কোনও খোঁজ নেই। যাই বউ-ঠাকরুণকে গিয়ে খবর দিই। (প্রস্থান)

(সরল ও মহীন্দ্রের প্রবেশ)

স। একি মহীন্‌দা, আমার বাস্তুখানি আজ নির্ব্বংশে' পোড়ো বাড়ীর মত দেখাচ্ছে কেন? মা, মা, ওমা! তোমার সরল খালাস হ'য়ে এসেছে! মা! মা!

(সুধীর প্রবেশ)

সু। এই যে দাদাবাবু। মা যে তোমার শোকে স্বগ্গে চলে' গেছেন দাদাবাবু! (চক্ষু মুছিতে লাগিল)

স। মিথ্যা কথা! এ হ'তেই পারে না,—এ অসম্ভব! মা আমার জন্যে আশা-পথ চেয়ে বসে' আছে যে!

সু। দাদাবাবু, পয়সার অভাবে মায়ের চিকিৎসাটা পর্য্যন্ত হ'ল না!

স। অঁ্যা, তবে সত্যই মা নেই! অচিকিৎসায় মারা গেছে! হা রে রূপেয়া! মহীন্‌দা, সব ধাঁধাঁ মিট্‌ল, সব ল্যাঠা চুক্‌ল! আজ মাথায় বাড়ি দিয়ে মরে' জগতের লোককে জানিয়ে যাব,—পরোপকারের পরিণাম—সর্ব্বনাশ। ওগো, এ পাড়ায় ও পাড়ায়, এ দেশে ও দেশে, ভাই সব, খবরদার!—কেউ পরের ভাল কর্‌তে যেয়ো না। তা হ'লে গারদে পচ্‌বে! যখন আধমরা হ'য়ে বাড়ী ফির্‌বে, দেখ্‌বে,—সে সাধের বাসা ভেঙ্গে চুর্‌মার! সে সোণা দিয়ে বাঁধানো গেরস্তালী পুড়ে' ছারখার! স্বার্থ, সংসারে তুমিই ঠাকুর!— পরার্থ, তুমি কাঞ্চনের ক্রীতদাস!

ম। স্থির হও সরল, মহাপরীক্ষায় আপনাকে অটল রাখ।

ম। বল্‌ সুখী, তোর আর কি দুঃসংবাদ আছে? বল্— তোর বৌঠাক্‌রুণ মরেছে, সোণার শঙ্কর চিতায় গেছে, শম্ভু দেশান্তরী হ'য়ে বেরিয়েছে!

(বেগে পরাণের প্রবেশ)

প। বড় বাবু, ঠিক সময়ে এসেছ! ছোট বাবু নীরোকে দিয়ে ভুলিয়ে শঙ্করকে বাগান বাড়ীতে নিয়ে গেছে! সেখানে নাকি দুধের বাছাকে হত্যা কর্‌বে!

স। অ্যাঁ! অ্যাঁ!

প। বৌঠাকরুণ শুনে একলাই ঝড়ের মত ছুটে গেছেন।

স। মহীন্ দা!

ম। চল—ছোটো!

(উভয়ের বেগে প্রস্থান)

সু। হে মা দুর্গা, বাছাকে রক্ষে কর।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

বিনোদের বাগান-বাড়ীর আঙ্গিনা

(পিস্তল হস্তে বিনোদ ও শঙ্কর)

শং। আমায় মেরো না কাকাবাবু, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমায় মেরো না!

বি। তুই নীরোর হকে হক্ বসা'তে চাস্?

শং। কৈ! আমি ত নীরোর কিছু নিই নি! আমারই ফুট্‌বল আরও তার কাছে পড়ে' আছে। সত্যি আমায় মার্‌বে কাকাবাবু?

(নীরদের প্রবেশ)

নী। কেন মার্‌বে না? তুমি আমার সঙ্গে লাগ্‌তে এস!

বি। চুপ্ কর্ নীরো!

শং। কাকাবাবু, আমার হাতের আঙ্গুল কেটে নাও, আমার পা ভেঙ্গে দাও, আমার চোখ্ গেলে দাও, তবু আমায় প্রাণে মেরো না! নইলে নীরোর সঙ্গে খেলবে কে কাকাবাবু?

নী। তোর সঙ্গে কে খেলতে যাবে? আমি বড় লোকের ছেলে, তোরা গরীব।

বি। যা নীরো, পালা!

নী। আমি ঠিক সময় আবার আস্‌ব।

(প্রস্থান)

শং। আমায় মেরো না! তা হ'লে তোমায় কাকাবাবু বলে' ডাক্‌বে কে? শুধু এই ডাক্‌টী শোন্‌বার জন্যে আমায় বাঁচিয়ে রাখ!

বি। তোর ডাক শোন্‌বার জন্যে আমার ত ঘুম নেই রে ছোঁড়া!

শং। কাকাবাবু, তুমি ছাড়া আমাদের কেউ নেই। বাবা বেঁচে আছে কি না জানি না। ঠাকু'মা অচিকিৎসায় মরে' গেছে; মা বিছানায় পড়েছে। সে একদণ্ড আমায় না দেখ্‌লে থাক্‌তে পারে না।

বি। তাতে আমার কি? দেখ্ পিস্তল,—আর দেরী নয়।

শং। আর একটু দেরী কর; মাকে শেষ প্রণাম করে' নিই।

বি। প্রাণটা ছ্যাঁৎ করে' উঠ্‌ল!—ও কিছু না; (মদ্য পান) Stimulant চাঙ্গা করে' রাখ্‌বে। এইবার তোর শেষ।

(গুলি করিতে উদ্যত এমন সময় দ্বার ভগ্ন করিয়া রমার প্রবেশ)

র। (বাধা দিয়া) কেন ঠাকুর পো, কি অপরাধে ?

শং। মা! মা! (জড়াইয়া ধরিল)

বি। কে তুই ? তুই কি উন্মাদিনী ?

র। আমি স্নেহ-পাগলিনী মা।

বি। মাতৃস্নেহের কি পাথা আছে ? তুমি কি জন্যে এসেছ ?

র। ঠাকুরপো, এই দুধের ছেলের ওপর খাঁড়া তুলেছ কেন, তাই শুনতে এসেছি। কাকা হ'য়ে ভাইপোকে হত্যা করবে কোন্ প্রাণে, তাই জিজ্ঞেস্ করতে এসেছি। মনে আছে, তোমার বুক-চেরা ধন, সাগর-ছেঁচা মাণিক হারিয়েছিল, তা কুড়িয়ে এনে দিয়েছিলেম ? সেদিনের সেই আনন্দটি স্মরণ করে' আমার শঙ্করকে আমায় ভিক্ষে দাও !

বি। আমার মা গেছে, উন্মাদ স্ত্রী জলে ঝাঁপ দিয়ে জ্বালা জুড়িয়েছে।—আমার সব এক নীরো। তার রাস্তা আমায় খোলসা করতেই হবে। চল্ ছোক্‌রা।

(টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা)

শং। উঃ! লাগ্‌ছে যে !

র। অমন করে' টেনো না, হাত যে মচ্‌কাবে !

বি। কি আশ্চর্য্য ! তুমি কোথা আস্‌ছ ?

র। কেন যাব না ? যেখানে আমার শঙ্কর, সেইখানে আমি। তুমি যে আমার হৃদ্‌পিণ্ড উপ্‌ড়ে নিয়ে চলেছ, দস্যু !

বি। একি! যেন হৃতশাবকের জন্যে বাঘিনী তেড়ে আস্‌ছে! বাঃ, বাঃ! একটা নূতন রূপ ফুটে বেরিয়েছে! তোমায় কখনও এত সুন্দর দেখি নি ত!

র। ঠাকুর পো, আমি গুরুজন, তোমার পায়ে পড়্‌ছি;—মা'র বুক খালি ক'রো না। (পদতলে পতন)

বি। ওঠ, ওঠ। বল, তুমি আমার হবে! ছেলে পাবে, বিষয় হবে।—সরলদার আশা জন্মের মত ত্যাগ কর।

র। (কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া) অ্যাঁ! অ্যাঁ! তোর জিভ্‌ খসে' পড়্‌ল না! আমি জন্ম জন্ম নিজের ছেলের মাথা আপন হাতে কেটে দেবো, সে নয়নের মণি নিজ হাতে ওপ্‌ড়াবো, সে বুকের মাংস আপনি ছিঁড়ে খাব,—তোর পাপ কথায় শতবার —সহস্রবার পদাঘাত করি।

বি। এইবার সতী-সাবিত্রী, পুত্রের মরা মুখ দেখ!

(শঙ্করকে ধরিল)

শং। মা! মা!

র। ছেড়ে দে, দস্যু! ছেড়ে দে!

(বিনোদের হাত হইতে শঙ্করকে ছাড়াইয়া লইয়া রমার বেগে প্রস্থান, বিনোদের অনুসরণ ও নেপথ্যে পিস্তলের শব্দ)

পটপরিবর্ত্তন

(কক্ষের অভ্যন্তর প্রকাশ ; পিস্তল হস্তে বিনোদের স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান)

(একদিক হইতে বেগে সরল ও মহীন্দ্রের এবং অপরদিক হইতে রমার প্রবেশ)

সরল ও রমা। শঙ্কর! শঙ্কর!

(বেগে শঙ্করের প্রবেশ)

শং। বাবা, বাবা! এই যে আমি। কাকাবাবু আমায় গুলি মার্‌তে গিয়ে নীরোকে মেরে ফেলেছে।

বি। (মৃতদেহের কাছে গিয়া দেখিয়া) অ্যাঁ! অ্যাঁ! ওঃ!

(পিস্তল ফেলিয়া মুখ আবৃত করিয়া বসিয়া পড়িল)

র। নীরো! নীরো! (মৃতদেহ কোলে লইয়া বসিল)

স। (আর্ত্তকণ্ঠে) মহীন্‌দা!—

ম। হা বিষয়-বিষ, তুই আর কত কাল সংসারে রাজত্ব কর্‌বি!

স। (বিনোদের হাত ধরিয়া গদ্‌গদ্‌স্বরে) বিনো! ভাই!

বি। (হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ছাড়ো, ছাড়ো, নীরোকে যেতে দাও,—ওর রাস্তা সাফ্‌ করে' দিয়েছি! হা হা হা!— নীরোর রাস্তা সাফ্‌ করে' দিয়েছি! হাস্‌ছো?—কেন?

বুঝেছি,—বুঝেছি!—এ জয় নয়,—পরাজয়!—হা হা হা—পরাজয়!

স। (বিনোদকে ধরিয়া) বিনো! ভাই! নীরো ফাঁকি দিয়েছে,—শঙ্করকে বুকে টেনে নে। ওকে আমি ধর্ম্মসাক্ষী করে' তোকে দান কর্‌লেম। আমরা স্ত্রীপুরুষে নীরোর চিতাভস্মকে বিভূতি করে' বিষয়-বাসনার বিষাক্ত বায়ু হ'তে আত্মরক্ষা কর্‌ব। এই পবিত্র শ্মশানে শব-সাক্ষাতে আয়, আজ ভা'য়ে ভা'য়ে বক্ষে বক্ষ মিলিয়ে জয়-পরাজয়ের শেষ মীমাংসা করে' ফেলি।

যবনিকা

কলিকাতা,

১৪এ, রামতনু বসুর লেন

'মানসী' প্রেসে

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত

এবং

২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ-পত্র

মা, আপনি আমার নাটকের অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া থাকেন, এই নাটকখানি আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম।

সেবক•

গ্রন্থকার

পরিচয়

'জয়-পরাজয়' আমার প্রথম সামাজিক নাটক। এই রাক্ষসী শতাব্দীর—এই পাষাণ যুগের প্রধান সমস্যা কি? দারিদ্র্য। বন্ধ্যা শিক্ষা দীক্ষার প্রধান লক্ষ্য কি? রূপেয়া। অন্তর-বাহিরের এই দুর্ভিক্ষে জড়বাদ, নৈরাশ্যবাদ ভক্তি-বিশ্বাসের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। বিষয়-বিষে বিবেক জর্জ্জরিত; মুদ্রা-রাক্ষসের গ্রাসে মহত্ব মহাপ্রাণতা নিপীড়িত। অর্থসঙ্কটের এই তাণ্ডবে—শুভাশুভের এই দ্বন্দ্বে—জীবনযুদ্ধের—ভোগে ত্যাগের এই ঘাত-প্রতিঘাতে জয়-পরাজয়ের শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই। সে মীমাংসা করিবে কে? একমাত্র ভারতবর্ষ। তাই তাহার হৃদয়-ধর্ম্ম এখনও সম্পূর্ণভাবে টাকার তোড়াতে চাপা পড়ে নাই। একদিন সন্ত্রস্ত জগৎকে আশ্বস্ত করিয়া সোণার ভারত আবার ঘোষণা করিবে—অর্থ অনর্থ; মনুষ্যত্বই মনুষ্য-জীবনের পরমার্থ। বক্ষ-শোণিতে আদর্শ আঁকিয়া সেই পুণ্যভূমিই আবার দেখাইতে সমর্থ হইবে,—পরার্থের জয়; স্বার্থের পরাজয়!

গ্রন্থকার

চরিত্র

সরল মিত্র	...	হৃতসর্ব্বস্ব ভূস্বামী
শঙ্কর	...	ঐ পুত্র
শম্ভু সর্দ্দার	...	ঐ বাড়ীর পাইক
বিনোদ	...	ঐ জ্যেষ্ঠতাত্-ভ্রাতা
নীরদ	...	বিনোদের পুত্র
অপূর্ব্ব	...	ঐ বন্ধু
প্যালারাম	...	ঐ ইয়ার
পরাণ	...	ঐ প্রজা
স্বরূপ	...	ঐ লাঠিয়াল
মহীন্দ্র দত্ত	...	পরোপকারী প্রতিবেশী
যোগমায়া	...	সরলের মাতা
রমা	...	ঐ স্ত্রী
সুখী	...	পরাণের প্রণয়িণী ও সরলের প্রজা
অন্নপূর্ণা	...	বিনোদের মাতা
সৌদামিনী	...	ঐ স্ত্রী
রাই	...	ঐ ঝী
বালা	...	অপূর্ব্বের স্ত্রী
মিনি	...	ঐ কন্যা